CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 September, 2019 ■ আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৪ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচন

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, মোট ভোটার ৫৭,৯০৬ নিরাপত্তায় চারস্তরীয় ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। আগামী ২৩ সেপেম্বর ৭১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে এবং তা চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। আজ বিকাল ৪ টায় সরব নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়েছে। ওই কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৫৭,৯০৬ জন। লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ১৬৭ জন ভোটার কম। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন নির্বাচনের জেলা উপনির্বাচন আধিকারিক তথা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন কুমার দাস। এদিকে, ভোট নিরাপত্তায় চারস্তরীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং।

এদিন তিনি জানান, উমাকান্ত মাঠ থেকে আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে ভোটগ্রহণ কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে ভোট কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন। উপনির্বাচন আধিকারিক শ্রীদাসের কথায়, ইতিমধ্যেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভিডিওগ্রাফি করা হবে। তিনি জানান, এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ৫৭ হাজার ৯০৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২৯ হাজার ৩৯৮ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২৮ হাজার ৫০৮ জন। সার্ভিস ভোটার আছেন ২৪২ জন। ইতিমধ্যেই তাদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে, লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ওই কেন্দ্রে ১৬৭ জন ভোটার কমেছে উপ-নির্বাচনে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি বলেন, বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়। কারণ, প্রতিনিয়ত ভোটার তালিকা সংশোধন হচ্ছে। ফলে, লোকসভা নির্বাচনের পর সংশোধিত ভোটার তালিকায় অনেকের নাম বাদ পড়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং জানান, নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং টি এস আর মোতায়েন করা হবে। ভোটগ্রহণ পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চার স্তরীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার শ্রীসিং সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে নির্ভয়ে ভোট দেবার জন্য ভোটারদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। উপনির্বাচন আধিকারিক তপন কুমার দাসও রাজ্যের ঐতিহ্য বজায় রেখে সবাইকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাপ্ত হল সরব প্রচার, ঝড় তুলল শাসক-বিরোধী উভয় শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রচারের অন্তিম দিনে শাসক-বিরোধী উভয় দল কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সকাল থেকেই। বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত আজ প্রচারের কামান সামলেছেন। এদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক রতন ভৌমিক। থেমে থাকেনি কংগ্রেসও। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা এবং কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক এদিন শেষ মুহূর্তের প্রচারে অংশ নিয়েছেন। কংগ্রেস প্রার্থী রতন চন্দ্র দাসকে নিয়ে বীরজিৎ সিনহা রোড শো করেছেন। এদিন বিকাল চারটা বাজতেই সমাপ্ত হয় সারাব প্রচার।

আজ বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, বাধারঘাট কেন্দ্রে জয় দিয়ে ভাবছি না। জয়ের ব্যবধান বাড়ানো লক্ষ্য আমাদের। তাঁর দাবি, মানুষ কংগ্রেস-সিপিএমের মিতালি সম্পর্কে জানেন। ফলে তাঁদের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন বাধারঘাটবাসী, দৃঢ়তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় ভোট ২১ অক্টোবর, ফলাফল ২৪শে

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা-এই দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা, এই দুই রাজ্যে এক দফায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র এই দুই রাজ্যেই ভোটগ্রহণ হবে ২১ অক্টোবর। উভয় রাজ্যেই ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৪ অক্টোবর।

সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, 'হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র এই দুই রাজ্যে পাঁচ বছরের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে, যথাক্রমে ২ নভেম্বর (হরিয়ানা) ও ৯ নভেম্বর (মহারাষ্ট্র)। হরিয়ানায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১.৮২ কোটি এবং মহারাষ্ট্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৮.৯৪ কোটি।'

মহারাষ্ট্রের মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি এবং গোন্ডিয়ায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।' সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে প্ল্যাস্টিক বর্জনের আর্জি জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অনুরোধ করছি, নির্বাচনী প্রচারে প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন এবং পরিবেশ-বান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করুন।

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হল ৪ অক্টোবর এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ৭ অক্টোবর। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পরই মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় লাগু হয়ে গেল নির্বাচনী আচরণ বিধি।

হরিয়ানা : হরিয়ানায় মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা হল ৯০। তার মধ্যে ১৭টি আসন তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। ২০১৪ সালের হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ৯০টি আসনের মধ্যে ৪৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। কংগ্রেস মাত্র ১৫টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ৪৭টি আসনে জয়লাভ করে হরিয়ানায় ক্ষমতায় আসে মনোহর লাল খাট্টা-র সরকার।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা হল ২৮৮। তার মধ্যে ২৯টি আসন তফশিলি জাতি এবং ২৫টি আসন তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। ২০১৪ সালের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ১২২টি আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি, শিবসেনা জয়ী হয়েছিল ৬৩টি আসনে, কংগ্রেস এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, যথাক্রমে ৪২টি ও ৪১টি আসনে জয়ী হয়েছিল।

১৮ রাজ্যে ৬৪টি আসনে বিধানসভা উপনির্বাচন ও সমস্তিপুর লোকসভা আসনে ভোট ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। আগামী ২১ অক্টোবর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র, এই দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট হবে। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের দিনই, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও পঞ্জাব-সহ দেশের ১৮টি রাজ্যে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে।

১৮টি রাজ্যের মোট ৬৪টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোট হবে। ওই দিনই বিহারের সমস্তিপুর লোকসভা আসনেও ভোটগ্রহণ হবে।

শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, আগামী ২১ অক্টোবর অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, অসম, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, ওড়িশা, পুদুচেরি, পঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং উত্তর প্রদেশে উপ-নির্বাচনের ভোট হবেঊ ওই দিন ১৮টি রাজ্যের ৬৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৪ অক্টোবর।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৬৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৫টি কর্ণাটকে এবং ১১টি উত্তর প্রদেশে। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, ওড়িশা এবং পুদুচেরির একটি করে বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আবার ২১ অক্টোবর অসমের চারটি আসন, সিকিমের তিনটি আসন, বিহারের পাঁচটি আসন, গুজরাটের চারটি আসন, হিমাচল প্রদেশের দু'টি আসন, কেরলের পাঁচটি আসন, পঞ্জাবের চারটি আসন এবং রাজস্থান ও তামিলনাড়ুর দু'টি করে বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার মুহূর্তটুকুর অপেক্ষা। ভোট-যুদ্ধে নেমে পড়েছে বিজেপি, কংগ্রেস-সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তামিলনাড়ু উপ-নির্বাচনে একটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ডিএমকে এবং কংগ্রেস। পুদুচেরিতে একটি আসনে লড়বে কংগ্রেস।

যান সন্ত্রাসে দমকল কর্মীর মৃত্যু, আহত আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ সেপ্টেম্বর।। যান সন্ত্রাসে এবার দমকল কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত হয়ে তাঁর ভাই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

শনিবার দুপুর বারটা নাগাদ জম্পুইজলা থেকে বাড়ি ফেরার

চিত্ত দেবনাথ

পথে টাকারজলা-গোলাঘাটি রোডের দয়ারাম পাড়া এলাকায় বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সহ দুই জন গুরুতর আহত হন। টাকারজলা থানার ওসি অজয় দেববর্মা জানান, বোলেরো গাড়িটি একটি রয়েল এনফিল্ড বাইককে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাতে, বাইক চালক বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকার বাসিন্দা চিত্ত দেবনাথ(৩২) ও তাঁর ভাই শ্রীনিবাস দেবনাথ গুরুতর আহত হন। স্থানীয় জনগণ ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে দয়ারাম পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু, চিকিৎসকরা পেশায় দমকল কর্মী চিত্ত দেবনাথকে মৃত বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বামী ও শাশুড়ির হাতে আক্রান্ত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। আবারও স্বামী ও শ্বাশুড়ির হাতে এক গৃহবধু আক্রান্ত। নির্যাতিতা গৃহবধূরর নাম বিলকিস বেগম স্বামী জয়নাল হোসেন। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন প্রভুরামপুর এলাকায়। এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। পরবর্তী দমকল কর্মীরা তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের বারান্দা থেকে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করল এলাকাবাসী। গৃহবধূর নাম বিলকিম বেগম, স্বামীর নাম জয়নাল হোসেন। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিজেপি কার্যকর্তার হামলায় রক্তাক্ত আরেক কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরবার বিজেপি। নব্য এবং আদি বিজেপি কার্যকর্তাদের মধ্যে ঘনঘন সংঘাত হচ্ছে। এমনই এক সংঘাতের ঘটনায় শনিবার এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। রাস্তা নির্মাণকে ঘিরে ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার হারেরখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত-প্রধানের স্বামী এবং উপপ্রধানের মধ্যে সংঘাত রক্তারক্তি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

সূত্রের খবর, হারেরখোলা গ্রামপ্রধানের স্বামী পরিতোষ দাস আজ সকালে নিজের রবার বাগানে যাওয়ার পথে উপপ্রধান সঞ্জিত দাস এবং তাঁর ভাতিজা শিফন দাসের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে আক্রমণ করেছে। সূত্রের দাবি, দুষ্কৃতকারীরা পরিতোষ দাসকে বাইক থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে। ইট এবং লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যায় তারা। স্থানীয় কয়েকজন ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি

লক্ষ্য করেন এবং তাঁকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে কুলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ক্রমশ অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পারিবারিক সদস্যদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৩ মার্চের আগে এবং পরে বিজেপি সদস্যদের মধ্যে ইদানিং প্রচণ্ড ঝামেলা হচ্ছে সারা রাজ্যে। কারণ, নব্য বিজেপি কার্যকর্তাদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করতে পারছেন না পুরানো তথা আদি বিজেপি কার্যকর্তারা। ফলে, প্রায়ই সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। কমলপুরেও ওই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিয়ে পর্যালোচনা মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বাজেট প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ণ নিয়ে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করেছে। তাতে, ৪২টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৩১টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৯টি প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য কাজ হলেও সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। বাকি ২টি প্রতিশ্রুতি সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করে বাস্তবায়ণ সম্ভব। শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান আইন ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তার দাবি, এই প্রথম রাজ্যে বাজেট প্রতিশ্রুতি নিয়ে মন্ত্রিসভায় পর্যালোচনা হচ্ছে। কারণ, আমরা দায়বদ্ধ জনগনের প্রতি। ফলে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ক্রমাগত নজর রাখা জরুরি মনে করে রাজ্য সরকার।

এদিন তিনি জানান, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন খুব জরুরি। সে-ক্ষেত্রে ক্রমাগত পর্যালোচনা খুব জরুরি। তিনি দাবি করেন, আজ বাজেট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মূলত, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে স্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছে মন্ত্রিসভা। তাঁর কথায়, বাজেটে ৪২টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। আজ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ৩১টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, ৯টি প্রতিশ্রুতি এখন বাস্তবায়ন হয়নি। কিন্তু, সেগুলির উল্লেখযোগ্য প্রগতি হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই প্রতিশ্রুতিগুলিও বাস্তবায়ন হবে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি আরও জানান, ২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এদিন তিনি কিছু উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ৫০ জনের বেশি ছাত্র সংখ্যার স্কুলগুলিতে গ্যাস সিলিন্ডারের সংযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল বাজেটে। তাতে ১৭১১টি বিদ্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রান্নার গ্যাসের সংকট, অবরোধ ভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। গ্যাসের দাবিতে আজ বড়জলায় অবরোধ করেছেন ভোক্তারা। বেশ কয়েকদিন ধরে লাইনে দাড়িয়েও তারা রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না। অথচ, কালোবাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে।

এদিন জনৈক ভোক্তা জানিয়েছেন, গত তিনদিন ধরে লাইনে দাড়িয়েও গ্যাস মিলছে না। তিনি অভিযোগ করেন, আর কে গ্যাস এজেন্সি কালোবাজারে গ্যাস বিক্রি করে দিচ্ছে। তাই প্রতিবাদে আজ অবরোধ করেছি, বলেন তিনি।

অপর এক ভোক্তা বলেন, ওই গ্যাস এজেন্সির গোদামে তল্লাসি চালালে প্রচুর গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রয়েছে পাওয়া যাবে। তিনি জানান, আজ অফিস টাইমে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এদিকে, বড়জলায় অবরোধের জেরে প্রচুর যানবাহন আটকা পরে যায়। এমনকি স্কুল বাসও আটকা পরে অবরোধে।

খবর পেয়ে ছুতে আসেন পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। অবরোধের কারণে জনভোগান্তির বিষয়টি অবরোধকারীদের বোঝান পুলিশ আধিকারিকরা। বিষয়টি অনুভব করে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির প্রতিবাদে সিঙ্গিরবিলে অবরোধ আইপিএফটি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। দুর্নীতির অভিযোগ এনে শাসক জোট আইপিএফটি'র সড়ক অবরোধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে সিঙ্গিরবিল এলাকায়। আজ সকাল ১০টা থেকে টানা অবরোধের জেড়ে ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কৈলাসহর মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করেন আইপিএফটি সমর্থকরা। এই ঘটনাকে ঘিরে ঊনকোটি জেলায় শাসক জোট সম্পর্কে উষ্ণতা আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, চন্ডিপুর ব্লকের অধীন ৪টি এডিসি ভিলেজ এবং ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ আইপিএফটি'র। সরকারি কাজকর্ম লাটে তুলে দিয়ে সুবিধা ভোগীদের হাতে সুযোগ সুবিধা পৌছাচ্ছে না বলেও অভিযোগ শাসক জোট শরিকের। আইপিএফটি'র দাবি, ওই দুর্নীতি নিয়ে বিডিও এবং এসডিএম সহ বিভিন্ন আধিকারীকদের কাছে একাধিকবাদ অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু, কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এরই প্রতিবাদে আজ ৬ দফা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩৮ ▫২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৪ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পথ দেখাইবে বাধারঘাট ?

বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী সোমবার ২৩ শে সেপ্টেম্বর। বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রয়াণে এই আসনটিতে উপনির্বাচন করিতে হইতেছে। এই নির্বাচনকে ঘিরিয়া রাজনৈতিক দলগুলি জোর প্রচার চালাইতেছে। ময়দানে আছে বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস। এই উপনির্বাচন বিভিন্ন দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভোটের ফলে রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিবার সম্ভাবনা প্রবল। নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠ হয় তাহা হইলে বিরোধী সিপিএম জয় সম্পর্কে আশাবাদী। জয় পরাজয় ছাড়াও প্রাপ্ত ভোটের হিসাবও আজ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলিবে। বাধারঘাট বিধানসভা উপনির্বাচনে অবাম প্রার্থীই জিতিয়া আসিতেছিল সেই আসনে এইবার বিজেপি-ও কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছে। ক্ষমতারোহণের দেড় বছরের মাথায় বি জেপি এই উপনির্বাচনে সত্যিই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এতদিন প্রধান বিরোধী দল সিপিএম ছিল অনেকটাই নির্জীব অবস্থায়। কিন্তু ইদানিং এই দল ময়দানমুখী হইয়াছে। মিছিল মিটিং করিয়া ময়দান কাঁপাইতেছে। কমরেডরা এতদিন যে ভয়ে আত্মগোপনে ছিলেন এখন তাঁহারা সাহস দেখাইতেছেন। বিজেপি দলের পক্ষে ইহা যে অশনিসংকেত তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীরা আশা করিতেছে বাধারঘাট উপনির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হইলে ভোটারদের মতামত প্রতিফলিত হইবে।

এই ভোটের মুখে কংগ্রেসকে তেমন সুবিধা পাইবার সুযোগ নাই। কারণ প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ণধারই দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে, রাজ্যের কংগ্রেস কার্য্যত কান্ডারীবিহীন। এনআরসি নিয়া দলের মধ্যে এই দ্বিচারিতা ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলিবে সন্দেহ নাই। আর ইহাও সন্দেহ নাই যে, এ রাজ্যে কংগ্রেস আছে কংগ্রেসেই। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি তো আছেই। যদিও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতানেত্রীরা দলের প্রচারে ত্রিপুরায় আসিয়াছেন। এই নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির তেমন সক্রিয় ভূমিকা নেই। যদি কংগ্রেস এনআরসি'র বিরুদ্ধ অবস্থান হইতে সরিয়া দাড়াইতে চায় তাহা হইলে ভোটারদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হইবে। যদিও এরকম কোনও সম্ভাবনা এখন আছে এমন মনে হইবার কোনও কারণ নাই। ত্রিপুরায় ত্রিপুরায় বিজেপির বিকল্প হইয়া উঠিবার সুযোগ ছিল কংগ্রেসের। কিন্তু নেতা তাহারা হেলায় হারাইয়াছেন। ইতিমধ্যে সিপিএম শহর আগরতলায় বড় জমায়েত করিয়াছে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়েও মিছিল মিটিংয়ে কংগ্রেসের চাইতে আগাইয়া আছে বামেরা। একমাত্র কৈলাসহর ছাড়া কোথাও কংগ্রেস শক্তি দেখাইতে পারে নাই। কংগ্রেসের এই দুর্বলতার সুযোগে সিপিএম আগাইয়া যাইতেছে। অথচ এত তাড়াতাড়ি এই বামপন্থী দল ময়দানমুখী হইতে পারিবে অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। কিভাবে সিপিএম এত তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিল। তাহার পেছনে কাহার অবদান বেশী এই বিষয়ে নিশ্চয়ই ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস চরম নেতৃত্বের সংকটে ভুগিতেছে। নতুন করিয়া কংগ্রেস দলে যোগদানের ঘটনা তেমন নাই। বরং ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় গেরুয়া দল ছাড়িয়া সিপিএম দলে যোগদানের ঘটনা আছে। ত্রিপুরায় বিজেপির দল পল্লবিত হইয়াছে কংগ্রেসীদের যোগদানের কারনেই। এই গেরুয়া দলের সিংহভাগই তো কংগ্রেস হইতে আসা। আর এজন্যই এরাজ্যে কংগ্রেসের অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এখানে যেসব নেতাদের মুখ এখন দেখা যায় তাঁহারা তো কার্য্যত গণবর্জিত। এই প্রাচীন দলের রাজ্যে কর্মসূচী নেওয়ার হিম্মৎ নাই। এই ভাবেই এরাজ্যে বামপন্থীদেরই বিজেপির বিকল্প হিসাবে উঠিয়া আসিবার সুযোগ বাড়িতেছে। কংগ্রেসের দুর্বলতার কারণে এরাজ্যে বামেরা উঠিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএম কিছু কিছু কর্মসূচী নিতেছে। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস বিবৃতি সর্বস্ব হইয়া আছে। এইভাবেই প্রাচীন এই দল ক্রমেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। জাতীয় রাজনীতিতেও কংগ্রেস আজ পায়ের তলায় মাটি হারাইতেছে। এই অবস্থায় সিপিএম কি ভগ্নদশা হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য হইতে কি বামপন্থীরা স্বপ্ন দেখা শুরু করিবে?

বাধারঘাট উপনির্বাচন তাই নানা দিক দিয়াই অনেক গুরুত্ব পাইয়া গিয়াছে। এই উপনির্বাচনের ভোটের ফল হইতেই বার্তা পাওয়া যাইবে। ভোটারদের মতামত প্রতিফলিত হইলে বুঝা যাইবে রাজ্যবাসীর মনের কথা কি? দেড় বছরের বিজেপির শাসনে রাজ্যের মানুষের মনে কতখানি আশা জাগাইয়াছে তাহার আভাষ পাইবার কথা। বিজেপি ক্ষমতাসীন হইবার পর এযাবৎ তো এই দলের জয়জয়কার রাজ্যের মানুষ দেখিয়াছে। এইবারই সম্ভবত প্রথম বাধারঘাট উপনির্বাচন, এমন সময়ই হইতেছে যখন বিরোধী দলগুলি ময়দানে নামিয়াছে। আর এজন্যই এইবারের ভোটের ফল কি হইতে পারে জনমনে কৌতূহল জাগিবারই কথা। কোন দল কত ভোট টানিয়াছে এই তথ্য নিয়াই রাজনীতির হিসাব নিকাশ চলিবে। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাধারঘাট উপনির্বাচন আগামীদিনের পথ দেখাইবে।

ভি কে তাহিলরামানির ইস্তফাপত্র গৃহীত, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন বিনীত কোঠারি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছিলেন গত ৬ সেপ্টেম্বর, ১৫ দিনের মাথায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিজয়া তাহিলরামানির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শনিবার আইন এবং বিচারব্যবস্থা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতি মারফত এমনই জানানো হয়েছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্য মেঘালয়ের হাইকোর্টে বদলি নিয়ে টানাপোড়েনের জেরেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ওই মহিলা বিচারপতি। শনিবার বিচারপতি ভি কে তাহিলরামানির ইস্তফাপত্র গৃহীত হওয়ার পরই, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে বিচারপতি বিনীত কোঠারিকে।

কিছু দিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বিচারপতি তাহিলরামানিকে মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে মেঘালয় হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কলেজিয়ামকে অনুরোধ জানান তিনি। গত ৩ সেপ্টেম্বর কলেজিয়াম সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠান তাহিলরামানি। ইস্তফাপত্র পাঠানোর ১৫ দিনের মাথায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিজয়া তাহিলরামানির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের জুন মাসে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হন তাহিলরামানি। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। কার্যকালের মেয়াদ (২০২০ সালের ৩ অক্টোবর) শেষ হওয়ার অনেক আগেই, শুধুমাত্র মেঘালয়ে বদলির কারণে ইস্তফা দিয়েছেন বিচারপতি তাহিলরামানি।

দিল্লির ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কে মৃত্যু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদ! দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর দিল্লির ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কে মৃত্যু হল ৮ বছর বয়সি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। "রাম" নামে ৮ বছর বয়সি ওই বাঘটি গত ২৬ জুলাই থেকে অসুস্থ ছিল, শুক্রবার ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কের ভিতরেই মৃত্যু হয় রাম-এর। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য বাঘের টিস্যু হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

দিল্লির ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার চিড়িখানার মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৮ বছর বয়সি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার "রাম"-এর। গত ২৬ জুলাই থেকে বাঘটি অসুস্থ ছিল, চিড়িয়াখানার ভিতরেই চলছিল চিকিৎস। বাঘটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে টিস্যু হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি বছরের আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঘশুমারির রিপোর্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাজপাখির চোখ ব্লু ইকনমির সম্পদে

সুব্রত ঘোষ রায়

১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রোজগারের টাকা শেষমেশ জালান কমিশনকে শিকণ্ডী খাড়া করে হাতে নেওয়া হয়ে গেল। গত বাজেটে এর ৯০ হাজার কোটি টাকা সরকার আগেই ধরে রেখেছিল, ২৮ হাজার কোটি টাকা ডিভিডেন্ড বাবদ আরবিআই সরকারকে দিয়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত ৫৮ হাজার কোটি টাকা সরকার পাবে। এর সঙ্গে দেশের একাধিক ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক ও ইউনীইটেড ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। সরকার পক্ষের মতে এই ব্যাঙ্কটির মোট ব্যবসার পরিমাণ হবে ১৭.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা। সারা দেশের এর শাখার সংখ্যা হবে ১১,৪৩৭টির মতো। এছাড়া কানাড়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ করে দেশের চতুর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তৈরি হবে, ১৫.২০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা এই ব্যাঙ্ক থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা। গত ১ এপ্রিল এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেনা ও বিজয়া ব্যাঙ্ক। দেশের আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ কোটির অর্থনীতি তৈরি হবে এই ব্যাঙ্ক সংযক্তিকরণের ফলে প্রত্যাশা এমনই। এআইবিওসি, এআই-বিওএ, আইএনবিওসি এবং এনওবিও এই চারটি ব্যাঙ্ক অফিসার সংগঠন সংযুক্তিকরণের প্রতিবাদের সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি, যথেষ্ট কর্মী। নিযোগ ও সপ্তাহে পাঁচদিন কাজের দিন করার দাবিতে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সারা দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে, এদিকে ২৮ তারিখ শনিবার মহালয়া ও ২৯ তারিখ রবিবার। ফলে চারদিন ব্যাঙ্ক পরিষেবাজনিত অসুবিধে হবেই। কাদেই এই ধর্মঘটের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

দেশের আয় আরও বাড়াবার লক্ষ্য কোনও দেশনেতার আর থাকবে না? ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ভবিষ্যতের অর্থনীতির একটি রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতির একটি ধারণা দিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে সমুদ্রবক্ষের সঞ্চিত সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার ও উপযোগ সৃষ্টি নীল বা সুনীল অর্থনীতির বা ব্লু ইকনমির মূল কথা। পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিনি ভাগ জল। জলের সম্পদকে যদি কাজে লাগানো যায় তবে মন্দ হয় না। এদিকে আবার ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটির মতো। সারা বছরে তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই সমুদ্রনির্ভর। সারা বিশ্বের ৪৩০ কোটি মানুষের শতাংশ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয় সমুদ্রতলের গ্যাস ও তৈল উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে। সমুদ্রের বিচিত্র জীবজগতের চর্চা থেকে ওষুধ উদ্ভাবনে আনা যেতে পারে নতুন সম্ভাবনা। এই ব্লু ইকনমির চর্চা আজ তাই বিশ্বজুড়ে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চর্চার কেন্দ্রে এই ব্লু ইকনমি। ২০১২-তে রিও ২০ এশিয়ার সমুদ্র বিষয়ক সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু গ্রোথ............এই সব সম্মেলনে বার বার উঠে এসেছে ব্লু কিনমির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি), রাষ্ট্র সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি), বিশ্বব্যাঙ্ক, ফাও (এফএও), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইড) নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই ব্লু ইকনমি। বিভিন্ন ছোটবড় দেশও এই সব আন্তর্জাতিক সংস্থার মতো ব্লু ইকনমিক যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই সমুদ্রনির্ভর আর এই দেশটির সাম্প্রতিক পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত করা যায়,তবে তার জাতীয় বাজেটের দশগুণ হতে পারে, এমনটাই হিসেবনিখেস। ব্লু ইকনমি থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। ২০২৫ সালে এই আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার।

চন্দ্রযান যেমন বেলমাত্র জলের খোঁজ করতে চাঁদে যায়নি, বিভিন্ন মৌল সন্ধানও এই প্রজেক্টগুলির মিশন, তেমনই ২০২২ সালের মধ্যে ভারত সমুদ্রয়ান পাঠাবে ভারতমহাসাগরের ৬০০০ মিটার নীচে, খনিজ সন্ধান ও আহরণের জন্য। চেন্নাইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেন টেকনোলজি (এনআইওটি) তাদের গবেষণার জন্য টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেডের তৈরি করা কিছু ভেসেল দিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই প্রোজেক্টের জন্য সাগর অন্বেষিকা নামে একটি জাহাজ সম্প্রতি নামিয়েছে টিটাগড় ওয়াগনস। সমুগ্রগভীরে থাকা বিভিন্ন খনিজের সন্ধানে এই মুহূর্তে ভারত খুবই উদগ্রীব। সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বরফের দেশ গ্রিনল্যান্ড কেনার সদিচ্ছা সম্বন্ধে সারা বিশ্ব ওয়াকিবহাল, যার মূল দৃষ্টি দ্বীপের ভুগর্ভে থাকা বিপুল খনিজ ভাণ্ডারের দিকে। রাষ্ট্রসংঘের ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটির সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তিতে মধ্য ভারত মহাসাদররের ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল থেকে ভারত খনিজ পদার্থ তুলছে। সাগরনিধি নামে এনওআইটি এই মুহূর্তে একটি সাবমেরিন ব্যবহার করছে, যা সমুদ্রে দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এখনকার উদ্ভাবিত ট্রালারের মাধ্যমে ১০০০ মিটার নীচের সমুদ্রখাত পর্যন্ত কাজ করা যায়। গবেষকরা জানিয়েছেন, বলের আকারে রূপো, লোহা, নিকেল ,কোবল্ট, ম্যাঙ্গানিজ মিলতেই পারে সমুদ্রগর্ভে। এই পলিমেটালিক নডিউল তোলার প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি চিন ও কোরিয়ার আয়ত্তে। ভারত আগে সমীক্ষা করবে কোথায় এই খনিজের ভাণ্ডার থাকতে পারে, তারপর সেখানে সাগর অন্বেষিকার মতো শক্তিসম্পন্ন কোনও জাহাজের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা ও সয়েল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সমুদ্রগর্ভে ১২ টনের ক্রলার পাঠাবে। নীতে ক্রলারের ক্যামেরা জাহাজে থাকা বিজ্ঞানীদের ছবি পাঠাবে। বিজ্ঞানীদের সবুজ সিগন্যালে চলু হয়ে যাবে পাম্প। এরপর সমুদ্রে নীচে থাকা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রাশার ধাতু কেটে পাউডারের মতো করে পৌঁছে দেবে জাহাজ। সেখানে খনিজ পৃথক হয়ে যথাস্থানে পৌঁছনোর কাজ হবে। সাবমেরিন মাত্র ২০০ মিটার নামতে পারে। সাবমার্সিবল ব্যবহার করে ৬০০০ মিটার পর্যন্ত নীচে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন এনআইওটির এম এ আত্মানন্দ।

এই সমুদ্রাযান মিশনের বরাত বা টেন্ডারের কাজ তাই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বরাত পাওয়ার পংক্তেতে প্রথম থেকেই আছে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এল অ্যান্ড টি), মাঝগাঁও ডক লিমিটেড, রিলায়েন্স নেভেল ইত্যাদি। আদানি গোষ্ঠীর নিজস্ব শিপইয়ার্ড নেই। কিন্তু অন্য প্রতিযোগী সংস্থাগুলিকে বেমালুম হতবাক করে একেবারের শেষ মুহূর্তে কাঠখড় পুড়িয়ে অথবা না পুড়িয়েই ডুকে পড়েছে আদানি গোষ্ঠী। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল তৈরি করতে পারে আদানি গোষ্ঠী। যদিও এই বরাত পাওয়ার তালিকায় রয়েছে এইচএসএলও। প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও আদানিগোষ্ঠী ৬টি বিমানবন্দর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বরাত পেয়েছে ইতিমধ্যে। এই বরাতের তালিকায় নাম লেখানোর সুবাদে আদানি গোষ্ঠী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জল, স্থল, আকাশের যুদ্ধবাহিনীর অস্ত্রযুক্তির পার্টনার হয়ে গেল। প্রাথমিক পর্যায়ে ছটি সাবমেরিন তৈরি করার জন্য একটি ভারতীয় সংস্থাকে বেছে নেওয়া হবে। আগামী দু-মাসের মধ্যে এই বরাত প্রক্রিয়া শেষ হলেও নাম চূড়ান্ত হতে বছর তো ঘুরে যাবেই। এই তালিকায় শেষ মুহূর্তে যুক্ত হয়ে আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেস দেশের প্রতিরক্ষা সংস্থার বিগ লিগে প্রবেশ করে গেল। ইতিমধ্যে দেশের খনি ক্ষেত্রে আদানি গোষ্ঠীর আগ্রাসন ভারতবাসী জানে। কারচুপির মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের অনুমতি নেওয়া, জল-জঙ্গল-জমিন যথেষ্ট লুঠ করা এই সব অভিযোগে আদানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের রায়লাডিলা এলাকায় আদানিদের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে ওখানকার আদিবাসীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। জীবন-জীবিকা রক্ষায় এই আন্দোলন ভবিষ্যতে আরও বড় আকার নিতেই পারে।

জীবন ও জীবিকা ছবি আঁকা থেকে দেশের ক্যানভাসে। নোটবন্দির একমুখী সিদ্ধান্ত, জিএসটি'র জটিল যুক্তিহীন সময়সাপেক্ষ পরিকাঠামো, গ্রামীণ চাহিদা বাড়ানোর পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রকে দুর্বল করে দেওয়া, অর্থনীতিতে নগদের জেগান কমিয়ে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা না করা, মার্কিন-চিন বাণিজ্যযুদ্ধের মধ্যে ভারতীয় পণ্যের জোগান বাড়ানোর অস্বাভাবিক উদাসীনতা সরকারি সংস্থাগুলোর প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে তাদের বেসরকারি করে দেওয়া, সামগ্রিকতায় দেশকে না দেখে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ ও সংস্থাকে দেখার চর্চায় আজ সমস্ত দেশ রক্তাল্পতায় ধুঁকছে। এক খাদ্য, স এক পোশাক, এক ভাষা, এক রুচির নির্দেশিকার ছড়ি আজ দেশজুড়ে, যাতে এক জশ এক নেতার তত্ত্ব সারাদেশে পিঠে বসিয়ে দেওয়া যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনা যাঁদের মগজে প্রবেশ করে না, বিবিধের মধ্যে সংযুক্তি এঁরা কীভাবে করবেন? দেশের সবাইকে মত ও মনের স্বাধীনতা দিতে হবে। মানবতার পথে না হেঁটে, গরুদের মস্তিষ্ক দিয়ে দেশকে দেখলে দেশের সবুজ গরুদের পেটে ঢুকবে। সব মানুষ গরু নয়, যে তাঁদের এক গোয়ালে পুরে দিয়ে দেশ লুঠ করতে থাকলে সবাই কিছু না বলে শুধু হিন্দিতে মিষ্টি করে 'হাম্বা' বলেই ঘুমিয়ে পড়বে অথবা জাবর কাটবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গাড়ী শিল্পে মন্দা চুপসে গেছে দাওয়াই

ড. দেবনারায়ণ সরকার

বিশ্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হোমার তাঁর বিখ্যাত ইলিয়াড মহাকাব্যে লিখেছিলেন, "নরকের প্রবেশদ্বার হিসেবে সেই ব্যক্তি আমার কাছে ঘৃণীত, যে ব্যক্তি তাঁর হৃদয়ে আসল জিনিস গোপন করে বলার সময় অন্য কিছু বলছে" ("Hateful to me as the gates of hades is that man who hides one thing in his heart and speaks another") টানা ন'মাস ধরে গাড়ি বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে বসে যাওয়ায় (যা গত ২২ বছরের তলানিতে) দায় নতুন প্রজন্মের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। "নতুন প্রজন্ম ইএসআই -এর দায়বদ্ধতার মধ্যে ঢুকতে রাজি নয়। তারা ওলা, উবের, মেট্রো ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে"-তাই গাড়ী বিক্রি কমছে। চেন্নাইতে দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম একশো দিনের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থনীতির 'নতুন ব্যাখ্যা' শুনে গাড়ি শিল্পের কর্তাব্যক্তিরা থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই হতবাক। আসলে অর্থনীতির সহজ সত্যকে চাপা দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করলেন দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী। গাড়ী বিক্রি অস্বাভাবিক হ্রাসের কারণ শুনে গাড়ী শিল্পের কর্তাব্যক্তিরাই প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে নতুন প্রজন্ম আগের মতো বাস ট্রাকও কিনছে না বলে হয়ত দেশে বাস ও ট্রাকের বিক্রিও অস্বাভাবিকভাবে কমছে। কারণ গত ন'মাসে বাস ট্রাক ও কিনছে না বলে হয়ত দেশে বাস ও ট্রাকের বিক্রিও অস্বাভাবিকভাবে কমছে। কারণ গত ন'মাসে শুধু ছোট গাড়ীরই বিক্রি কমেনি, বাসের মতো যাত্রীবাহী গাড়ী, ট্রাকের মতো বাণিজ্যক গাড়ির বিক্রিও অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। আগস্ট পর্যন্ত ন'মাস কমেছে গাড়ী বিক্রি। আগস্ট আরও গভীর গর্তে আটকে গিয়েছে শিল্পের চাকা। গাড়ী শিল্পের সংগঠন সিয়ামের হিসাব ২০১৮ সালের তুলনায় শুধুমাত্র গত আগস্টেই যাত্রী গাড়ীর (প্যাসেঞ্জার কার) বিক্রি কমেছে ৪১.০৯ শতাংশ। সার্বিক যাত্রী গাড়ীর বিক্রি করেছে ৩১.৫৭ শতাংশ। বাণিজ্যিক গাড়ীর বিক্রি কমেছে ৩৮.৭১ শতাংশ। দু'চাকার গাড়ীর বিক্রি কমেছে ২২.২৪ শতাংশ। ২২ বছরের তলানিতে সার্বিক যাত্রী গাড়ীর বিক্রির খতিয়ান।

গাড়ী শিল্পের কর্তাব্যক্তিরাই আরও প্রশ্ন তুলেছেন যে গ্রামে ও মফস্সলে দু'চাকা বিক্রি গত ন'মাসে অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। সেখানেও মেট্রো ও ওলা উবের চলছে না। তাদের প্রশ্ন, দেশের, ক'টি শহরে ওলা-উবেরের মতো পরিষেবা পাওয়া যায়? আর ওই তরুণ প্রজন্ম গাড়ীর ক্রেতাদের কতখানি অংশ? এমনকী মেট্রো শহর বা প্রথম শ্রেণির শহর বাদে ওলা-উবের পরিষেবা এখনও অমিল। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মতো বড় রাজ্যে একমাত্র কলকাতার বাদে মাত্র খান তিনেক শহরে এই পরিষেবা রয়েছে। সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলোতে মেট্রো শহর ও ওলা-উবের চলা শহরগুলির সঙ্গে অন্যান্য শহরগুলোতেও গত প্রায় এক বছর ধরে চার চাকা দু'চাকা ইত্যাদি প্রতিটি গাড়ীর বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। তার সঙ্গে বাণিজ্যিক গাড়ীর বিক্রিও অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। বিক্রি কমার জেরে ইতিমধ্যেই উৎপাদন ছাঁটাই করেছে সংস্থাগুলি। ফলে তাদের সহযোগী যন্ত্রাংশ শিল্পের বরাতও কমেছে। ব্যবসা কমায় প্রায় তিনশো ডিলার ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ করেছে। সব মিলিয়ে বর্তমান আর্থিক বছরেই প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কর্মী এই শিল্পে কাজ খুইয়েছে। সার্বিকভাবে সংখ্যা আরও খারাপ হচ্ছে।

> দেশের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অর্ধেক গাড়ী হওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে গাড়ী শিল্পের মন্দা এত চোখে লাগছে। অথচ গত দু'দিন বছরে কয়েক কোটি লোকের কর্মসংস্থান ও চাকরি চলে গেলেও এত বর ওঠেনি। তবে সংকট যে অতি গভীর তা যতই সরকারের পক্ষ থেকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও বেলুন এবার ফেটে গেছে।

গাড়ী শিল্পসংস্থার কর্তাদের দাবি গাড়ী শিল্পের চরম বেহাল অবস্থার আসল কারণ ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতিতে রোজগারের নিশ্চয়তা উধাও হওয়া। তাঁদের প্রশ্ন, লোকে এখন দুর্দিনের কথা ভেবে টাকা জমাবে, না গাড়ী কিনবে? গত ৬ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে গাড়ী নির্মাতাদের এক অনুষ্ঠানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর গাড়ী নির্মাতাদের কাছে জানতে চান একগুচ্ছ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কেন গাড়ীর চাহিদা দেশে বাড়ছে? প্রত্যুত্তরে জি এস অটোর কর্ণধারর জসবীর সিং দৃঢ়ভাবে বলেন, "এটা নোটবন্দির বিলম্বিত প্রভাব"। শিল্পমহলের বাকিরাও তাঁকে সমর্থন করেন।

এটা ঘনটা যে ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর মুহূর্তের মধ্যে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থ অচল করে দিয়ে মোদি সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তারই পরিণতিতে মাত্র এক বছরের মধ্যে ২০১৭-১৮ সালের এনএসএও'র রিপোর্টে দেখা গেল বিমুদ্রাকরণের ধাক্কায় মোদির আমলে বেকারত্ব ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ফলে ভারতে কয়েক কোটি লোকের চাকরি চলে গেছে, যেটা সরকারি তথ্য থেকেই স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা গাড়ী কিনবে, তাদের অধিকাংশের রোজগারের নিশ্চয়তা যেখানে উধাও হয়েছে সেখানে মানুষ দুর্দিনের জন্য টাকা জমাবে, না গাড়ী কিনবে? এর সঙ্গে জিএসটির ধাক্কাও যথেষ্ট। একদিকে বিমুদ্রাকরণের ফলে রোজগারের নিশ্চয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উধাও, অন্যদিকে জিএসটির ধাক্কাও গাড়ী শিল্পে প্রতি যথেষ্ট পড়েছে।

দেশের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অর্ধেক গাড়ী হওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে গাড়ী শিল্পের মন্দা এত চোখে লাগছে। অথচ গত দু'দিন বছরে কয়েক কোটি লোকের কর্মসংস্থান ও চাকরি চলে গেলেও এত বর ওঠেনি। তবে সংকট যে অতি গভীর তা যতই সরকারের পক্ষ থেকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও বেলুন এবার ফেটে গেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

মির্জা ফখরুলের উচিত সরকারকে সাধুবাদ জানানো : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের উচিত দেশে যেকোন অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানের জন্য সরকারকে অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানানো। এবং নিজেদের অতীতের অপকর্মের জন্য জনগণের কাছে মা চাওয়া। 'সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পুরোপুরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত'- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন অভিযোগের কড়া সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন,নিজেদের বগলের তলায় উৎকট গন্ধ নিয়ে বিএনপি নাকে গন্ধ খুঁজছে।

তথ্যমন্ত্রী শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস কাবের বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে দি সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটি- চট্টগ্রাম আয়োজিত বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে মির্জা ফখরুল ইসলামের একটি বক্তেব্যের বিষয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বলেন, বিএনপির আমলে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। হাওয়া ভবন তৈরী করে সমস্ত ব্যবসা থেকে ১০ শতাংশ করে কমিশন নেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন,হাওয়া ভবনের দুর্নীতির সাথে তারেক জিয়ার সংশিষ্টতা, বিএনপির বড় বড় মন্ত্রীর সংশিষ্টতা আমরা দেখেছি। বিএনপির এই অপকর্ম দুর্নীতির কারণেই বিএনপির শাসনামলের ৫ বছরের প্রতি বছরই বাংলাদেশ লজ্জাজনকভাবে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

হাছান মাহমুদ বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলামের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকা সাদা করেছিলেন জরিমানা দিয়ে। কোকোর দূর্নীতি ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে। তারেক রহমানের দূর্নীতির বিরুদ্ধে এফবিআই এসে স্যা দিয়ে গেছেন। দূর্নীতির দায়ে তারেক রহমানের দশ বছর সাজা হয়েছে। এতিমদের জন্য টাকা এনে সে টাকা এতিম খানার একাউন্টে না রেখে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টে নিয়ে খালেদা জিয়া নিজে দূর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে আজকে জেল খানায় আছেন উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, যাদের নেতা-নেত্রী দেশকে দূর্নীতিতে আকুণ্ঠ নিমজ্জিত করেছিল তাদেরতো এনিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকারই নেই।তথ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে দেশ পরিচালনা করছেন। সেকারণে দূর্নীতিদমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বিভিন্নে ত্রে দূর্নীতি বা অনিয়ম যেগুলো হচ্ছে সেটির বিরুদ্ধে বর্তমানে ঢাকা শহরে অভিযান চলছে, চট্টগ্রামেও শুরু হয়েছে। দূনীতির বিরুদ্ধে যে সরকার কঠোর অবস্থানে আছে, এজন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জানিয়ে এ ব্যাপারে তার বোন সেলিমা ইসলাম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে গণমাধ্যমে এসেছে। এ বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার হাতে-পায়ের যে ব্যাথা এটি তার বহু পুরনো শারীরিক সমস্যা।তিনি বলেন, এই শারীরিক সমস্যা নিয়েই বেগম খালেদা জিয়া দেশের দুইবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দুইবার বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। বিএনপির মতো দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং এই সমস্যাকে সময়ে সময়ে বলে জণগণকে বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টা, এটি আমরা সবসময় দেখেছি। গতকাল তার পরিবারের সদস্যরা দেখা করে যে কথাগুলো বলেছেন সেটা বিএনপি নেতাদের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি।

হাছান মাহমুদ বলেন, খালেদা জিয়াকে যাতে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা দেয়া যায়, সেজন্য তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। তিনি যাতে সর্বোচ্চ সেবা পান। সেটা দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসালয়। সেখানে দেশের প্রথিতযশা ডাক্তাররা আছেন। দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা তাকে দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালে আনার আগে তিনি যখন কারাগারে ছিলেন, তার জন্য সার্বণিক একজন ফিজিওথেরাপিস্ট ছিল। এমনকি তার পছন্দের আয়াও তার সাথে আছে; পাকিস্তান আমলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। ভারতে ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই।চট্টগ্রামে জুয়ার আসর পরিচালনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকারের পদেপর বিষয়ে তিনি বলেন, ঢাকায় অভিযান চলছে। চট্টগ্রামেও হয়েছে। যেখানেই অনিয়ম পাওয়া যাবে সেখানেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দি সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটি-চট্টগ্রামের সভাপতি দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম এ মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন দি সিনিয়র সিটিজেন্স সোসাইটির কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক আজহার মিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লায়ন এম এ শামসুল হক।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের প থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপরে সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ. এ. এম জিয়া হোসাইন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান শিাবিদ ড় প্রণব কুমার বড়—য়া, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, কবি ও লেখক সাংবাদিক অরুণ দাশ গুপ্ত ও উদীচী চট্টগ্রামের সভাপতি লেখক বেগম মুশতারি শফিকে খ্যাতিমান বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

খালেদা জিয়ার হাঁটু ও কোমরের ব্যথার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে বিএনপি'র রাজনীতি : তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার হাঁটু ও কোমরের ব্যথার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতি। শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামের রাউজান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি জামায়াত এখন আর রাজনীতিতে নেই। তাদের এখন কাজ, কয়েক দিন পরপর বলা খালেদা জিয়ার হাঁটু ও কোমরে ব্যথা, অবস্থা বেশি খারাপ আর বাঁচবে না।বাঙালির সব অর্জনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অর্জন জড়িয়ে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশকে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দিয়েছেন।বাংলাদেশ আজ সাফল্য গাঁথার নাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক কাজী আবদুল ওহাবের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি।সম্মেলন উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৪ শতাংশ। যেটি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ৪২ বছরেও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর গড়া রেকর্ড আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি। যে বছর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় সে বছর আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিলাম। সেই বছর আমাদের ১২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদন হয়।খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ঘোষণা করার আগেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।হাছান মাহমুদ বলেন, আজকে বঙ্গবন্ধ কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত সাড়ে ১০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৮.১৬ শতাংশ। অথচ পার্শবর্তী ভারতে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নিচে, আর পাকিস্তান ৭ শতাংশে ঘুরপাক খাচ্ছে।তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আপে করে বলে বাংলাদেশে সবেত্র এগিয়ে যাচ্ছে।বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়া আজ বিশ্বে প্রশংসিত। শুধু প্রশংসা করতে পারে না বিএনপি-জামায়াত।সম্মেলনে বক্তব্য দেন রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এহছানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল, তরুণ রাজনীতিক ফারাজ করিম চৌধুরী।সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন অধ্যাপক সালসাবিল করিম চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বাণী পাঠ করেন রেহানা আফরোজ। সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীমের বাণী পাঠ করেন নাজমা রহমান রুহী।

সেতুতে ফাটল: ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। সিরাজগঞ্জে ২৮ ও ২৯ নম্বর রেলসেতুর গার্ডারে ফাটল ধরে এবং লোহার পাত য়ে যাওয়ায় রেল চলাচল ঝুঁকিতে পড়েছে।এ রেলপথেই ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসসহ প্রায় ১৪টি আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন ও ৬টি তেল, কয়লা ও মালবাহী ট্রেন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে বলে জানান উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার রফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, ঢাকা-ঈশ্বরদী রেল রুটে সিরাজগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত বেশিভাগ রেলসেতু 'ব্রিটিশ আমলে নির্মিত'। এ দুইটি সেতুর বয়স 'একশ' বছর পার হয়েছে।'

উল্লাপাড়া ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার রেলপথ চলনবিলের মধ্যে হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার পানির তীব্র স্রোতের ধাক্কায় সেতু দুইটির গার্ডার দুর্বল হয়ে কোথাও কোথাও ফাটলেরও সৃষ্টি হয়েছে। এতে চলাচলের প্রায় অনুপযোগী হয়ে গেছে বলেও জানান তিনি।তিগ্রস্ত সেতু দুইটি হচ্ছে উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের বঙ্কিরাট এলাকার ২৮নং ও কয়ড়া ইউনিয়নের মহিষাখোলা কামারপাড়া এলাকার ২৯নং রেলসেতু। রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তর ও দণি অঞ্চলের রেল যোগাযোগের একমাত্র পথের উপর এসব সেতু দিয়ে প্রতিদিন থেমে থেমে ধীরগতিতে ঢাকার সাথে উত্তর ও দণিবঙ্গের প্রায় ২০টি ট্রেন চলছে।তিগ্রস্ত সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন চলাচলের কথা স্বীকার করে পাকশী রেলওয়ে বিভাগের বিভাগীয় রেলপথ ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) আহসান উল্লাহ ভূইঁয়া বলেন,বর্ষা মৌসুমে চলনবিলের বন্যার পানির তীব্র স্রোতের আঘাতে সেতু দুটি তিগ্রস্ত হয়েছে।বর্ষা শেষ হলেও এখনও সেখানে অনেক পানি। এ অবস্থায় সেখানে মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না।এ কারণে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সেতুর নিচে অস্থায়ী ভাবে সিসি কিক (লোহার খাঁচা) নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, বন্যার পানি কমে গেলে ওই সেতুর পাশে বিকল্প ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা তৈরি করে তিগ্রস্ত সেতু দুইটি নতুন করে নির্মাণ করা হবে।এর জন্য কিছু দিন সময় লাগবে।

তিগ্রস্ত কয়ড়া ইউনিয়নের মহিষাখোলা কামারপাড়া সেতু ঘুরে দেখা যায়, সেতুর গার্ডারে বেশ কয়েকটি ফাটল। ওই তিগ্রস্ত সেতুর নিচে লোহার অ্যাঙ্গেল, কাঠের স্লিপার, সিসি কিক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।দুটি সেতুর দুই পাশে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি সীমা ২০ কিলোমিটার লেখা সতর্ক সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে রেল বিভাগ থেকে দুইজন ওয়েম্যানও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।দায়িত্বরত ওয়েম্যান রফিকুল ইসলাম জানান, জাহাঙ্গীর আলম ও তিনি পালাক্রমে এখানে ডিউটি পালন করেন।ট্রেন আসা দেখলেই তারা লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্রেনের গতি কমিয়ে চলার সংকেত দেয় উল্লেখ করে বলেন, চালক এ সংকেত পেয়ে এ ট্রেন থামিয়ে দেয়। এরপর গতি কমিয়ে সেতু পার হয়।এই সেতু দিয়ে প্রতিটি ট্রেন 'মাত্র ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে' চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,এর উপরে গেলেই ব্রীজটি ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠছে। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সারাদেশে পর্যায়ক্রমে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালিত হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে অভিযান পরিচালিত হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের একথা বলেছেন।তিনি বলেন,সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুধু ঢাকায় নয়; পর্যায়ক্রমে সারাদেশেই চলবে। এই অভিযানের মাধ্যমে টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা হবে। যত বড় মাস্তান, যত বড় নেতা, আর যত বড় প্রভাবশালীই হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

ওবায়দুল কাদের শনিবার স্থানীয় পর্যটন গলফ মাঠে কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল মোস্তফার সভাপতিত্বে সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম, উপদপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ এমপি, সাইমুম সরওয়ার কমল এমপি, আশেক উল্লাহ রফিক এমপি, জাফর আলম এমপি, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি নজিবুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, দলের ভেতরে তৈরী হওয়া আগাছা পরগাছা পরিষ্কার করতে অ্যাকশন শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অভিযানের মাধ্যমে সারাদেশে টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা হবে। যত বড় মাস্তান হোক, যত বড় নেতাই হোক, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, রোহিঙ্গাদের না ফেরাতে মিয়ানমারের হাতে অজুহাতের অস্ত্র তুলে দিচ্ছে বিএনপি। তারা আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে বিদেশে বসে বাংলাদেশের সরকারকে হটানোর চেষ্টা করছে। গত দুই বছরে তারা দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে বিভিন্ন রকম নালিশ করলেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোনো কথা বলেনি।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সম্মেলনে গেছেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের জন্য, মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির জন্য। শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার এদেশের জনগণের সাথে রয়েছে।ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে দলের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা কর্মীরাই হচ্ছে দলের প্রাণ।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশের স্পিকারের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী সারাবিশ্বের জন্য রোহিঙ্গা ইস্যু একটি বড় সমস্যা উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদপে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।তার সাথে ব্রিটেনের কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান এ্যানি মেইন এমপি'র নেতৃত্বে ২২ সদস্যের প্রতিনিধিদল বুধবার সংসদ ভবনে সাাৎ করলে তিনি এ আহবান জানান।সাাতকালে তাঁরা রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ছাড়াও নদী দূষণ রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

স্পিকার বলেন, রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন টেকসই করতে মিয়ানমারকে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এসময় তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা সমুহকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য পরিদর্শন করে তাদের ওপর নির্যাতনের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের অনুরোধ জানান।এ্যানি মেইন এমপি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার শুরু থেকে ব্রিটেন বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। এ সময় তিনি রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে ব্রিটেনের অব্যাহত সহায়তা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পরে স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সাথে ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশনের দণি এশীয় আঞ্চলিক সভাপতি সাজু ম্যাথিও এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সাাৎ করেন।সাাতকালে তাঁরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে স্পিকার। তিনি বলেন, আইন প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে প্রশিণের মাধ্যমে দ করে গড়ে তুলতে হবে। এসময় তিনি বাংলাদেশ সরকার মানব পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের পুর্নবাসনে পুলিশ সাপোর্ট, ট্রমা কাউন্সিলিং এবং আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে বলে উল্লেখ করেন।সাজু ম্যাথিও বলেন ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও প্রশিণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে চায়।

খালেদার পরিবারকে মাতাসাগরের জমি: আপিল শুনানির আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। খালেদা জিয়ার পরিবারের নামে বন্দোবস্তে থাকা দিনাজপুরের 'মাতা সাগর' জলাধারের প্রায় ৪৬ একর জমি সংক্রান্ত মামলার আপিল দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন জানিয়েছে দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক।রোববার হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জেলা প্রশাসকের পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আরিফুল ইসলাম এই আবেদন করেন।আবেদনের পর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী বশির আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, বন্দোবস্তের শর্ত ভেঙে ওই সম্পত্তি এখনও বেদখল।এই সম্পত্তি নিয়ে দিনাজপুরে যখন মামলা হয়, তখন একটি কুচক্রি মহলের সাথে আমাদের সদ্য বিদায় নেওয়া আইন সচিব তিনি তখন দিনাজপুরের যুগ্ম জেলা জজ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে রায় দিয়ে এই সম্পত্তি তাদের দখলে দিয়ে হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন,২০০৪ সালে এই সম্পত্তি নিয়ে মামলা হয় এবং ২০০৫ সালে রায় হয়ে যায়। এত অল্প সময়ে রায় ঘোষণাটি ছিল অনভিপ্রেত। এই রায়ের পর হাই কোর্টে আপিল হলে মামলার এক্সিবিট (প্রদর্শিত নথিপত্র) নিয়ে যাওয়ায়র কারণে মামলটি প্রস্তুত হচ্ছিল না। আজকে দিনাজপুরের ডিসির প্রতিনিধি হিসেবে সেখানকার এসি ল্যান্ড এসে হলফনামা করেছেন দ্রুত সময়ে আপিলটি শুনানি করার জন্য।

দিনাজপুরের মাতাসাগরের প্রায় ৪৬ একর খাসজমি বরাদ্দ হয় খালেদা জিয়ার বাবা এম ই মজুমদার ও মা তৈয়বা মজুমদারের মালিকানাধীন দিনাজপুর লাইভস্টক অ্যান্ড পোলট্রি ফার্মের নামে।খালেদা জিয়ার স্বামী জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকার সময় ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি ও ৪ জুন দুটি বন্দোবস্তের মাধ্যমে বরাদ্দটি দেওয়া হয়।১৯৮৪ সলে খালেদা জিয়ার বাবার মৃত্যুর পর খালেদা জিয়া, ভাই সাঈদ ইস্কান্দার ও শামীম ইস্কান্দার, বোন খুরশীদ জাহান হক ও বেগম শালিনা এক পর্যায়ে মা তৈয়বা মজুমদারের কাছে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসায়িক শেয়ার হস্তান্তর করে দেন।১৯৮৬ সালে তৈয়বা মজুমদার তার সমস্ত শেয়ার চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান, তার বাবা আরশাদ আলম ও তাদের আত্মীয় জনৈক রোকসানার কাছে বিক্রি করে দেন।ফজলুর রহমানের বাবা আরশাদ আলম মারা গেলে সর্বশেষ ওই পোলট্রি ফার্মের শেয়ারের মালিক হন ফজলুর রহমান ও তার ভাই মিজানুর রহমান। ১৯৯৫ সালে আত্মীয় রোকসানাও তার শেয়ার মিজানুর রহমানের কাছে বিক্রি করে দেন।ফলে ওই ফার্মের মালিকানা নিয়ে মিজানুর রহমান ও ফজলুর রহমান ভোগদখল করতে থাকেন। ২০০৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ওই সম্পত্তির খাজনা দিতে গিয়ে জানতে পারেন, সম্পত্তিটি তাদের নামে না হয়ে সরকারের নামে রেকর্ড হয়েছে।এরপর মিজানুর রহমান ও ফজলুর রহমান তাদের নিজেদের নামে ওই জমির স্বত্ব ঘোষণার দাবিতে দিনাজপুরের যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ডিক্রি ঘোষণার মামলা করেন। ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল দিনাজপুরের তৎকালীন প্রথম যুগ্ম জেলা জজ ওই রায় ঘোষণা করেন। এর পর ওই রায় নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন ওঠে। সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি কীভাবে ব্যক্তির নামে স্বত্ব ঘোষণা করা হলো, সে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই।২০০৪ সালে খাস জমিটি সরকারের নামে রেকর্ড হয়েছে জানতে পেরে নিজেদের নামে স্বত্ব ঘোষণার দাবিতে দিনাজপুরের আদালতে মামলা করেন মিজানুর রহমান ও ফজলুর রহমান।বিএনপি শাসনামলে ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল ওই জমির স্বত্ব তাদের দুজনের নামে ঘোষণা করে রায় দেন দিনাজপুরের প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের তৎকালীন বিচারক সদ্য বিদায়ী আইন সচিব আবু সালেহ শেখ মোহাম্মদ জহিরুল হক দুলাল।ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি আপিল করে সরকার। কিন্তু মামলায় প্রদর্শিত নথি না থাকায় দীর্ঘ প্রায় দশ বছর আপিলটি শুনানি করা সম্ভব হয়নি।রোববার সেই আপিলটিই দ্রুত শুনানির জন্য দিনাজপুরের জেলা প্রশাসকের পক্ষে একটি আবেদন করা হয়।আবেদনে বলা হয়েছে, মামলার বিবাদীপক্ষ (ডিসি অফিস) আপিলটি দ্রুত শুনানির উদ্যোগ নিলেও তা সম্ভব হয়নি, কারণ বাদীপক্ষ রায় ঘোষণার পর পরই প্রদর্শিত নথি (ডকুমেন্টস) নিম্ন আদালত থেকে উঠিয়ে নেয়। বাদীপক্ষ একাধিক নোটিস গ্রহণ করলেও তারা ওইসব ডকুমেন্টস দাখিল করেননি। বাদীপক্ষ জেনে শুনেই এই আপিল নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করছে। এ কারণে ওইসব প্রদর্শিত নথি ছাড়াই দ্রুত আপিলটি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট পেতে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট পেতে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।মঙ্গলবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা বিষয়ে সভা শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, এত নজরদারির পরও চতুরতার সাথে যিনি এ কাজ (পাসপোর্ট) করে থাকেন তাকে ধরা হচ্ছে এবং যিনি সহযোগিতা করছেন- পুলিশ হোক কিংবা অন্য যে হোক। তাকে আইনের আওতায় নেওয়া হবে।পাসপোর্ট পেতে পুলিশের ভেরিফিকেশন লাগে বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, পাসপোর্ট পেতে হলে এখানে অনেক সংস্থা জড়িত থাকে।আপনি শুধু পুলিশের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এজন্য বলছি কে কে জড়িত থাকে- স্থানীয় চেয়ারম্যান, জন্ম নিবন্ধন যিনি করেন তিনি থাকেন, ওয়ার্ড কমিশনার থাকেন, জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিকারি থাকেন।

শক্তিশালী রাজনৈতিক ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ : পরিকল্পনামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আবহাওয়া বা রাজনৈতিক ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটা ইতিবাচক ঢেউ, পরিবর্তনের ঢেউ।এর মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি রাজনীতি মন্তব্য করে তিনি বলেন,আর রাজনীতির মূল শক্তি দেশের জনগণ। যতণ রাজনীতির সাথে দেশের জনগণ থাকবে, ততণ ভয়ের কোনো কারণ নেই।

শনিবার চট্টগ্রাম অফিসার্স কাবে ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) আয়োজিত 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ুদ্র অর্থায়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকা' শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনামন্ত্রী এসব কথা বলেন।এম এ মান্নান বলেন, এনজিও হচ্ছে দেশের উন্নয়নে সরকারের সহায়ক শক্তি। সরকার এনজিওবান্ধব। তবে মনে রাখতে হবে, সরকারের সব কার্যক্রম দেশ ও জনগণের স্বার্থের জন্যই। কাজেই কোনো নিয়মকে 'বেড়াজাল' ভাবলে চলবে না।তিনি বলেন, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) হচ্ছে সরকারের প থেকে এনজিওদের অভিভাবক সংস্থা। তারা শুধু রেগুলেটর নয়, ফ্যাসিলিটেটরও।এনজিওদের বিভিন্ন দাবির বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলবেন বলে এ সময় উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএনএমের নির্বাহী পরিচালক ড় মোস্তাফা কে মুজেরী।প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব মো. আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান, সিডিএফের নির্বাহী পরিচালক আবদুল আউয়াল বক্তৃতা করেন।এছাড়া প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন বেসরকারি সংস্থা মমতা'র নির্বাহী পরিচালক রফিক আহামদ, বূরো বাংলাদেশ'র পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন, অন্তর সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা মো. এমরানুল হক চৌধুরী, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক লোকমান হাকিম, ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান, আইডিএফের নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তারা তাদের প্রদত্ত সেবার ওপর আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ বর্তমানের ২৪ শতাংশ থেকে বাড়ানোর দাবি জানান। এছাড়া ফান্ড প্রবাহ বর্ধিতকরণ, প্রদত্ত অন্য একটি চার্জ শতকরা দশমিক ১৫ থেকে কমানো, ছোট এনজিওগুলোকে রা করা প্রভৃতি দাবি উপস্থাপন করেন।

অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২১।। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার বলেছেন, তার দেশ অর্থপাচার, জঙ্গি অর্থায়ন ও আইনের শাসন জোরদারে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

শনিবার মার্কিন দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাজধানীতে মার্কিন দূতাবাস ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) যৌথভাবে আর্থিক অপরাধের উপর একটি কর্মশালার উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।সন্ত্রাসী ও আর্থিক অপরাধ বিশ্বজুড়ে আরো কৌশলপূর্ণ হয়েছে উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি অর্থায়ন, অর্থপাচার ও অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধ রোধে তদন্ত কর্মকর্তা ও কেঁসুলিদের নতুন নতুন কৌশলের উপর প্রশিণ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।বিএফআইই প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসানও তিন দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। আজ ছিল কর্মশালার শেষ দিন।এতে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের আর্থিক অপরাধ তদন্ত ও বিচারে বুনিয়াদী তথ্য ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।যে বিষয়গুলোর উপর ধারণা দেয়া হয় সেগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত গুড প্র্যাকটিস, অর্থপাচারের তদন্ত ও বিচারের বৈধ কাঠামো, আর্থিক অপরাধ তদন্তে কৌশল প্রয়োগ, ফরেনসিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পদ উদ্ধার ও পারস্পারিক বৈধ সহায়তা।বাংলাদেশের সাথে আইন বিষয়ে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চামচ দিয়েই চিনে নিন আপনার রোগ

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এই টেস্ট করুন। কোন কিছু খাওয়া যাবে না, জলও নয়। নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল- জিভের মধ্যে একটি চামচ চেপে ধরুন। দেখুন যাতে আপনার মুখের লালা চামচটিতে লাগে। এবারে ওই চামচ প্যাকেটে ভরুন। প্যাকেটটি টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে বা সূর্যের আলোর নীচে ১ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এক মিনিট পরে যদি দেখেন চামচে কোনও দাগ বা গন্ধ নেই, তা হলে বুঝবেন আপনি ভিতর থেকে সুস্থ।যদি দুর্গন্ধ বেরোয়, তাহলে লিভার বা ফুসফুসের সমস্যা আছে। মিষ্টি বা কোনও ফলের মতো গন্ধ বেরলে বুঝবেন ডায়াবেটিস হয়েছে। অ্যামোনিয়ার মতো ঝাঁঝালো গন্ধ বেরলে বুঝতে হবে কিডনির সমস্যা। চামচে সাদা দাগ শ্বাসযন্ত্রের কোনও সংক্রমণের ফল হতে পারে। বেগুনি রঙের দাগ হলে রক্ত চলাচলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব বেশি বেড়ে গেলে বা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে এরকম হয়ে থাকে। হলুদ রঙের দাগ হলে থাইরয়েডগ্রন্থির সমস্যা হতে পারে। এবং দাগ যদি কমলা রং ধারণ করে তাহলে কিডনির সমস্যায় ভুগতে পারেন। কারণ কিডনির সমস্যা দেখা দিলে রক্তে ক্যারোটিন-সদৃশ উপাদান জমা হতে থাকে। এর ফলেই কমলা রঙের দাগ হয়।

দক্ষিণী রীতিতে তিরুপতিতেই বিয়ে, জানালেন জাহ্নবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিরুপতি মন্দির প্রঙ্গনেই সাতপাকে বাঁধা পড়বেন। দক্ষিণী রীতি অনুসরণ করেই সাতপাকে বাঁধা পড়বেন তিনি। সম্প্রতি খোলামেলা আলোচনায় এভাবেই বিয়ে নিয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুর।তিনি বলেন, ছোট থেকেই বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আসছেন তিনি। বিয়ের সময় হলে তিরুপতিতে বসবে সেই আসর। সেখানে হাজির থাকবেন দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠরা। বিয়েতে কোনও বড় অনুষ্ঠান করার পক্ষপাতী তিনি নন। ঘনিষ্ঠদের নিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চান তিনি। বিয়ের পর সেখানে দক্ষিণী খাবার খাওয়াতে চান ঘনিষ্ঠদের। যেখানে ইডলি, সাম্বার, কার্ড রাইসের মতো বিভিন্ন পদ থাকবে বলে জানান জাহ্নবী। শুধু তাই নয়, বিয়ের দিন কাঞ্জিভরম শাড়ি পরতে চান। সেই সঙ্গে দক্ষিণী আদলে তৈরি গয়না পরে বিয়ের কনে সাজতে চান বলেও জানান জাহ্নবী। তবে এই মুহূর্তে কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন জাহ্নবী কাপুর, সে বিষয়ে খোলসা করেননি ''ধড়ক'' অভিনেত্রী।: রানির মতো সাজ, ভাইরাল ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সাধের ছবিপ্রসঙ্গত বর্তমানে গুঞ্জন সাক্সেনার বায়েপিকের শ্যুটিং করছেন জাহ্নবী কাপুর। গুঞ্জন সাক্সেনার পর করণ জহরের ''তখত''-এর শ্যুটিং শুরু করবেন বলিউড অভিনেত্রী। ''তখত''-এ তাঁর সঙ্গে বিকি কৌশল, করিনা কাপুর খান, রণবীর সিং-রা স্ক্রিন শেয়ার করবেন বলে জানা যাচ্ছে।

৪০০ কোটির ক্লাবে সাহু

ফিল্ম ডেস্কঃ ১০ দিনেই ৪০০ কোটির ক্লাবে ঢুকল সাহু। ৫ দিনে ৩৫০ কোটি টাকা আয় করলেও ৪০০ কোটির ক্লাবে ঢুকতে আরও পাঁচদিন সময় লাগাল প্রভাস অভিনীত এই ছবি।মাত্র ৫ দিনেই ছবি তৈরির বাজেট তুলে নিয়েছিল বাজার থেকে। ছবি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকা। আর সেই টাকা বাজার থেকে তুলতে সময় নেয় মাত্র ৫ দিন। ইউ ভি ক্রিয়েশান প্রযোজিত সাহুর হাই বাজেটের একটি বড় কারন ছবিতে একাধিক স্টার কাস্টিং। প্রভাস, শ্রদ্ধা, নীল নিতিন মুকেশের মতো তারকারা রয়েছেন এই ছবিতে।

ভারতের বাজারে সেইভাবে এখনও ভালো ব্যবসা করার ইঙ্গিত না থাকলেও বিদেশের বাজারে বেশ ভালোই আয় হল তাদের। মঙ্গলবার রীতিমত হতাশ করেছে এই ছবির বাজার। কারন এক ধাক্কায় ৮ কোটি টাকা আয় করেছে এই দিনে। অর্থাত ১৪ থেকে ৮। তবে এটি প্রভাসের তৃতীয় ছবি বাহুবলি ১ এবং বাহুবলি ২ এর পর যেটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে।দিন যত বাড়ছে ব্যবসার অবস্থা অর্থাত বক্স অফিসে ব্যবসা তত কমে আসছে সাহুর। যেমন তৃতীয় দিনে সব চেয়ে বেশি ব্যবসা করছিল প্রভাস অভিনীত এই ছবি।

তবে চতুর্থ এবং ৫ দিনে অনেকটাই কম আয় হল। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে আয়ের সুচক আরও নিম্নমুখী। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে আয়ের পরিমান হল ৬.৯০ কোটি এবং এবং ৬.৭৫ কোটি। অর্থাত দিন যত বাড়ছে আয়ের পরিমান খুব তাড়াতাড়ি কমছে।প্রথম দিনেই একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল।

তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিয়ে ছিল। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

বিদ্যা বালানকে দেখা যাবে ইন্দিরা গান্ধীর বায়োপিকে

বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান বর্তমানে তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত মিশন মঙ্গলের সাফল্য উপভোগ করছেন। যাইহোক, অভিনেত্রী তার কেরিয়ারে দীর্ঘ সফর তৈরি করেছেন এবং বারবার অসামান্য অভিনয় দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অভিনেত্রী বিভিন্ন চরিত্রের সাথে পরীক্ষা করতে পছন্দ করেন এবং তিনি সমস্ত চরিত্রের জন্য ফিট থাকেন। বিদ্যাকে তার আসন্ন ছবিতে গণিতের যাদুকর শাকুন্তলা দেবীর চরিত্রে দেখা যাবে।খবরে বলা হয়েছে, বিদ্যা সম্প্রতি তার নতুন প্রকল্প সম্পর্কে উদ্বোধন করেছেন, যা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বায়োপিক বলে জানা গেছে। অভিনেত্রী আরও বলেছিলেন যে তাকে এখনও অনেক কাজ করতে হবে এবং বায়োপিকটি করতে সময় লাগবে, এটি কয়েক বছর সময় নিতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠেছে যে বিদ্যা তার ভূমিকা ন্যায্যতা পাবে কিনা কারণ তিনি অনেক বেশি ওজন অর্জন করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্লিম ছিলেন।

লাউয়ের পুষ্টিগুন

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক : লাউয়ের পাতা ও ডগা শাক হিসেবে এবং লাউ তরকারী ও ভাজি হিসেবে খাওয়া যায়। আজকের লেখাতে থাকছে পরিচিত এই লাউয়ের কিছু পুষ্টিগুনের কথা যা হয়ত আপনাদের অজানা। আসুন তাহলে দেরি না করে এবার জেনে নেওয়া যাক লাউয়ের কিছু পুষ্টিগুনের কথা ঃ লাউয়ে প্রচুর জল থাকে, যা দেহের জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ডায়রিয়া জনিত জলশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে।এছাড়াও লাউ খেলে ত্বকের আর্দতা ঠিক থাকে। প্রস্রাবের সংক্রমণজনিত সমস্যা দূর হয়। কিডনির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।সেই সাথে উচ্চ রক্তচাপবিশিষ্ট রোগীদের জন্য এটি আদর্শ সবজি। এই সবজি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা দূর করে পরিপূর্ণ ঘুমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাউয়ে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস, যা দেহের ঘামজনিত লবণের ঘাটতি দূর করে। দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে। ক্যালরির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও লাউ যথেষ্ট উপকারী। ডায়েটিং কালেও লাউ ভালো ফল দেয়। সেই সাথে এটি চুলের গোড়া শক্ত করে এবং চুল পেকে যাওয়ার হার কমায়।লাউ শাকে প্রচুর আয়রন রয়েছে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এবং লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। এবং এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, পেট ফাঁপা প্রতিরোধে লাউয়ের রয়েছে সহায়ক গুণাবলি। লাউয়ে প্রাকৃতিক ভিটামিন পাওয়া যায়, তাই প্রতিদিন লাউ খেতে পারলে, বিশেষ করে জুস খেতে পারলে ত্বক ভিতর থেকে ভাল থাকে ও ত্বকের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে, তৈলাক্ততা দূর করে এবং মুখের ব্রন হওয়া কমে যায় ও ব্রন ভাল হয়। লাউ খেলে কোষ্ঠকাটিণ্য দূর করে থাকে এ কারনে ব্রন কমাতে সাহায্য করে। এবং লাউয়ের পেষ্ট তৈরি করে মুখে, হাতে পায়ে লাগালে সতেজ ও মসৃন হয়।

এক লেবুর লক্ষ গুন

লেবুর সাধারণ নাম সাইট্রাস লিমন। লেবু রান্না করে বা রান্না না করে উভয়ভাবেই খাওয়া যায়। লেবুতে প্রধানত যে উপাদানটি বিদ্যমান সাইট্রিক এসিড যার কারণে এটি টক লাগে। লেবুর শরবত একটি আদর্শ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানীয় পানীয়। মাঝারি আকারের একটি লেবুতে রয়েছে ৪০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি।চলুন তাহলে বিস্তারিত জেনে রাখি:১। লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও লৌহ। যা ঠাণ্ডাজ্বর রোগের জন্য উপকারি। আরো রয়েছে পটাশিয়াম যা, মস্তিস্ক ও স্নায়ুকে সক্রিয় রাখে ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে রাখে।২। লেবুর খোসা কালো দাগ, বলি রেখা ও বয়সের ছাপ দূর করতে সহায়ক। লেবুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ড যা, ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া দূর করে। ৩। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়তে লেবু খুবই কার্যকরী।৪। লেবুর ভিটামিন সি আঁশ জাতীয় পদার্থ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। যার ফলে ওজন কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।৫। মানব দেহের ৩০ ভিটামিন সি এর অভাব পূরণে লেবু সহায়তা করে।৬। লেবু শরীরের মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও অতি দ্রুত ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়। ফলে রোগের প্রকোপ কমে।। মন ফুরফুরা রাখতে লেবুর জুড়ি নেই। টেনশন ও বিষন্নতা দূর করে মনকে রাখে প্রফুল্ল।৮। প্রতিদিন সকারে ১ গ্লাস লেবুর শরবত শরীরের জন্য অনেক উপকারি।৯। গরম জলের সাথে লেবুর রস পান করলে দাঁতের ব্যথার উপশম হয়।১০। লেবুর প্রধান উপকারিতা হলো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস থেকে রোগবালাই দূরীকরণ ও মানব শরীরের সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত"

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক ; নির্দিষ্ট সময়ের থেকে কিছুটা দেরিতে হলেও মুক্তি পেতে চলেছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের ছবি রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত। প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের ছবি 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' মুক্তির কথা ছিল ২০ সেপ্টম্বর।তবে হল পেতে সমস্যা হওয়ার জন্যই ছবি মুক্তি পিছিয়ে দিতে বাধ্য হন নির্মাতারা। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে বলে জানালেন পরিচালক। বাংলা ছবি হল কেন পাচ্ছে না? এবিষয়ে পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ""এই মুহূর্তে আমার মনে হয় সবাই মিলে আরও ভালো ভালো, বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিনেমা বানাতে হবে।যেটা কিনা আজকাল মুম্বইতে হচ্ছে এবং মারাঠি, পঞ্জাবি, মালায়লম, অসমীয়া ভাষাতে চমতকার সব ছবি হচ্ছে। এভাবেই বাংলাতেও এধরনের ছবি হলে দর্শক বাংলা সিনেমা দেখতে হলে আসবেন। তবে যেটা সমস্যা সেটা হলো দর্শকরা কোনও কারণে বাংলার থেকে হিন্দি সিনেমা বেশি পছন্দ করছেন বলে আমার মনে হচ্ছে।যেকারণে হিন্দি সিনেমা যখন চাইছে হল পাচ্ছে, বাংলা ছবিগুলি পাচ্ছে না। তাই আমার মনে হয় দর্শককে আকর্ষণ করতে পারলেই আমরা সফল হবো।

"নিশা"র নেশাতে "ট্রিপ্পি লাগে"! বলছেন শ্রোতারা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: টিজার-১, টিজার-২, ট্রেলার কিংবা পোষ্টার রিলিজ সবটাই মুক্তি পেয়েছে "পাসওয়ার্ড"-এর। শুধু অপেক্ষা ছিল গানের। এবার প্রকাশ্যে এসে গেল "পাসওয়ার্ড"-এর গান। এদিন মুক্তি পেয়েছে "পাসওয়ার্ড"-এর প্রথম গান "ট্রিপ্পি লাগে"। অপরাধীদের অনুসন্ধানে বেড়িয়েছেন ডিসিপি রোহিত দাশগুপ্ত। আর তাঁর মাঝেই নেশাতে বুঁদ হয়ে "ট্রিপ্পি লাগে"-র ছন্দে মাতোয়ারা হয়েছে রুক্মিণী মৈত্র। কার্যত তাঁর এই রূপ ও এই ধরনের অভিনয় বড়পর্দায় দর্শকের কাছে নতুন চমক হতে চলেছে।রুক্মিণীর সঙ্গে এই গানে রয়েছেন "পাসওয়ার্ড"-এর আদি ওরফে আদৃত রায়। নেশার মাঝে গানের ছন্দে কী কোনও মিশনে বেড়িয়েছেন "নিশা" ওরফে রুক্মিণী মৈত্র। তা গানে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। গানটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন স্যাভি। গানটির গীতিকার ঋদ্ধি বড়ুয়া ও গেয়েছেন নিকিতা গান্ধী ও শ্বাশত সিং। এক আলাদা মেজাজে নতুন রূপে পুজোতে সিনেমা প্রেমীদের জন্য দেবের তরফ থেকে রইল "ট্রিপ্পি লাগ"-এর উপহার।সোশ্যাল মিডিয়াতে আপাতত প্রকাশ পেয়েছে "ট্রিপ্পি লাগে"। দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স ও ইকো এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে "পাসওয়ার্ড" মুক্তি পাবে আগামী ২ অক্টোবর। ডিসিপি রোহিত দাশগুপ্তের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবকে।এছাড়াও রুক্মিণী মৈত্র, আদৃত রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পাওলি দামকে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে।

হেরা ফেরী ৩: অক্ষয়'র জায়গায় অভিষেক

অক্ষয় কুমার,সুনীল শেট্টি,পরেশ রাওয়াল এই ৩ জন এর বিখ্যাত জুটিকে কে না চেনেন।কমেডি মুভি যারা ভালবাসে তারা একবার হলেও এনাদের অভিনীত ছবি 'হেরা ফেরী' এবং 'ফির হেরা ফেরী' দেখেছেন। ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া হেরা ফেরী আজ ও দর্শকদের মনে জায়গা করে রেখেছে।এরপর ২০০৬ সালে মুক্তি পায় এই ছবির দ্বিতীয় ভাগ 'ফির হেরা ফেরী' প্রথম বার এর ন্যায় এই ছায়াছবি ও দর্শকদের তাদের জায়গায় আটকে রাখতে বাধ্য করেন।এই ছবির সাফল্যের পিছনে প্রধান কারন এই ৩ দক্ষ অভিনেতার কেমিস্ট্রি।এমনটাই মনে করেন দর্শকমহল।তবে সম্প্রতি এই ছায়াছবির তৃতীয় ভাগের মুক্তি পাওয়ার কথা সবার সামনে এনেছেন পরিচালক মণ্ডলী।প্রথমে এই খবর শুনে সবাই খুব খুশী হলেও যখন তারা জানতে পারেন যে এই ছবি তে অক্ষয় কুমার নেই তখন-ই তারা হতাশ হয়ে পরে।তাদের এই হতাশা দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন তারা জানতে পারে যে অক্ষয় এর জায়গায় এই ছবিতে অভিনয় করবেন অভিষেক বচ্চন।যাই হোক আগের ভাগ গুলির তুলনায় এই তৃতীয় ভাগ অনেক কম সাফল্য পাবে তা স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে।

ধারাবাহিকে সঞ্জয় দত্ত

সঙ্কর্ষণ বন্দোপাধ্যায়:"মুন্না ভাই এম বি বি এস" সঞ্জয় দত্তের মেগা-ডেবিউ হতে চলেছে হিন্দি টেলিভিশনের মেগাসিরিয়ালে। এই মাসের শেষ থেকেই শুরু হতে চলেছে স্টার ভারত-এর ধারাবাহিক "জগত জননী মা বৈষ্ণো দেবী-কাহানি মাতা রানি কি"। ওই ধারাবাহিকের সূত্রধর হিসেবে থাকছেন তিনি।বৈষ্ণোদেবীকে নিয়ে প্রচলিত পৌরাণিক গল্প নিয়েই নির্মিত হবে ওই ধারাবাহিক, যেখানে ধারাভাষ্যকার হিসেবে মাতা রানির কাহিনিগুলিকে একসূত্রে বাঁধবেন বলিউড তারকা। জানা গিয়েছে, টেলিভিশনে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত সঞ্জয় দত্ত। সঞ্জয় দত্ত বলেন "দর্শক আমার অভিনীত ছবির যেমন ভক্ত ধারাভাষ্যকারের ভূমিকাতেও দর্শকের সমান ভালবাসা পাবো এবং দর্শক আমার কণ্ঠ এবং উপস্থাপনাটি পছন্দ করবেন"। "জগ জননী মা বৈষ্ণো দেবী-কাহানি মাতা রানি কি" আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে স্টার ভারত চ্যানেলে সোম থেকে শনি রাত সাড়ে ৯টায়।

অস্কারে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে গল্লি বয়

৯২তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য ভারতীয় ছবির প্রতিনিধিত্ব করতে মনোনীত করা হল আলিয়া-রনভির অভিনীত ছবি গল্লি বয়। শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে কলকাতায় হয়ে গেল চূড়ান্ত মনোনয়ন পর্ব। দেশের ২৭টি ছবির মধ্যে থেকে বিচারকরা বেছে নিলেন জোয়া আখতার পরিচালিত ছবি গল্লি বয়। ১৯৫৭ সাল থেকে অস্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠাচ্ছে ভারত। এই প্রথম কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল অস্কারের মনোনয়ন পর্ব। জুরি সদস্য ছিলেন অপর্ণা সেন(দ্য ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন) , প্রতিম ডি গুপ্ত, দেবজ্যোতি মিশ্র, অশোক বিশ্বনাথনের মতো চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বরা।জুরি সদস্যদের সভাপতিত্ব করা অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন জানিয়েছেন, "মনোনয়ন প্রক্রিয়া খুবি গণতান্ত্রিক।

প্রত্যেক জুরি সদস্যকে সেরা তিনটি ছবির নাম লিখে জমা দিতে বলা হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ আলোচনার পর গল্লি বয় কে মনোনীত করা হয়েছে। এই ছবিটা যেন দর্শকের সঙ্গে কথা বলে"।

বাংলা ভাষার ছবি হিসেবে মনোনয়ন তালিকায় জায়গা করে নিয়ে ছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি নগরকীর্তন এবং চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি তারিখ। সাব টাইটেল না থাকার কারণে মনোনয়ন তালিকা থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়ে যায় গুজরাটি ছবি "চল জীবী লাইয়ে"। সিকিম থেকে প্রথম বারের জন্য একটি ছবি মনোনীত হয়েছিল এ বছর।

দ্রুত ওজন কমাতে খান কাজু

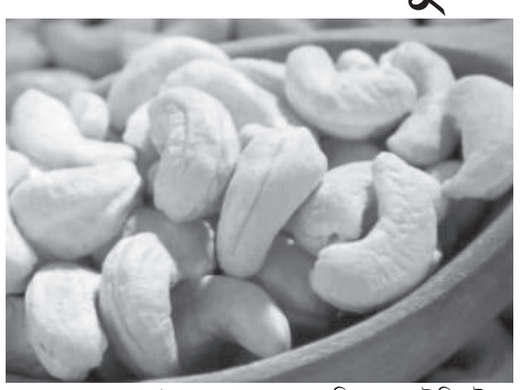

কাজু বাদাম খেতে কে না ভালবাসেন! এর উপকারিতাও অনেক। একাধিক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, প্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু খেতে পারলে রক্তে উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে নিয়মিত অন্তত এক মুঠো করে কাজু খাওয়া যেতেই পারে। তবে শুধু উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরলই নয়, তারাতারি ওজন কমাতে আর স্বাস্থ্যজ্জ্বল সুন্দর ত্বক পেতেও কাজু অত্যন্ত কার্যকরী! যেমন১) কাজুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, ফসফরাস যা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকরী!২) প্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু খেতে পারলে রক্তে উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, কাজুতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ডায়েটারি ফাইবার, প্রোটিন হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।৩) প্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু খেতে পারলে ভাল থাকে চুলের স্বাস্থ্য। একই সঙ্গে চুলের গোড়ায় কাজুর তেলও লাগাতে পারলে চুল ঝরার সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়।৪) কাজুতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন-কে হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।৫) কাজুতে থাকা প্রচুর পরিমাণে কপার রক্তাল্পতা-সহ রক্তের নানা সমস্যা রুখতে সাহায্য করে।৬) কাজুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার আর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে।৭) কাজুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিক্সানথিন ও লুটেইন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা চোখে ছানি পড়ার সমস্যা রুখতে এবং দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে সাহায্য করে।

শনিবার ১৪ বাধারঘাট কংগ্রেস প্রার্থী রতন দাসের সমর্থনে র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

শনিবার ১৪ বাধারঘাট মন্ডল এর প্রচার র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

হাতির হামলা মোকাবিলা করতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষন দেওয়া হবে

ঝাড়্গাম, ২১ সেপ্টেম্বর (হি: স.) : এবার হাতির হামলা মোকাবিলা করতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। ঝাড়্গাম জেলার প্রত্যেকটি ব্লকেই এই প্রশিক্ষণ দেবে বনদফতর। পুজোর আগেই এই প্রশিক্ষণ শেষ হবে বলে জানা গিয়েছে। হাঠাৎ হাতি এলাকায় চলে এলে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে,কিভাবে তাদের ড্রাইভ করতে এ সব কিছুই শেখানো হবে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। হাতির হামলা মোকাবিলা করতে পুলিশ,প্রশাসন এবং বনদফতর একযোগে তথা যৌথভাবে কাজ করবে বলেও জানা গিয়েছে। ঝাড়্গ্রাম জেলা জুড়ে সারা বছর ধরেই দলমা দলের আনা গোনা লেগেই থাকে। আর হাতির হানায় মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে ব্যাপক ফলসের ক্ষয় ক্ষতিও হতে থাকে। বর্তমানে দিনে দুপুরে হাতির দল গ্রামে ঢুকে পড়ছে,তাড়া করেছে মানুষকে। নষ্ট করছে জামির ফসল।শহরের দিকেও চলে আসছে হাতি। রাজ্য সড়ক,জাতীয় সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাতি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগ জনক।তাই এবার পুজার আগেই জেলার আটটি ব্লকের নির্দিষ্ট সংখ্যক সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে বনদফতর। সোমবার থেকে শুরু হবে হাতি তাড়ানোর বা হাতি মোকাবিলা করার প্রশিক্ষন।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার ঝাড়্গাম ব্লকের সিভিকদের নিয়ে হবে প্রশিক্ষন।এরপর বাকি ব্লক গুলিতে সিভকদের নিয়ে হবে প্রশিক্ষন। পাশাপাশি হাতির হানায় মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও দ্রুত দেবে বনদফতর। উল্লেখ্য ১৬ সেপ্টম্বর বেলিয়াবেড়া থানার আগরবানি এবং বেলিয়াবেড়া রাজবাড়ির কাছে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে এক মহিলা এবং এক বৃদ্ধ হাতির সামনে পড়ে মারা যান।এই ঘটনার ছয় দিনের মাথায় শনিবার বনদফতর নিহত দুটি পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরনের চেক তুলে দেন।

উল্লেখ্য বেলিয়াবেড়া থানা এলাকায় হাতির হানায় দুটি মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকেও নিহত দুটি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে জেলায় হাতির হামলা আটকাতে এবার পুলিশ,প্রশাসন,বনদফতর যৌথভাবে কাজ করবে। এই বিষয়ে ঝাড়্গ্রামের পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন "হাতির মোকাবিলায় বনদফতর সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ট্রেনিং দেবে।যাতে হাতির হামলা ঘটলে মোকাবিলা করা যায়।বনদফতর একটি কন্টোল রুম খুলবে।সার্বিক মনিটারিং হবে। " ঝাড়্গাম বন বিভাগীয় আধিকারিক বাসবরাজ হোলেইচ্ছি বলেন "হাতির হামালা মোকাবিলা করার জন্য পুলিশ,প্রশাসন,বনদফতর একযোগে কাজ করবে। জেলার সব ব্লক থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বনদফতর হাতির তাড়াতে গেলে কিকি করতে হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেবে।সোমবার থেকে প্রশিক্ষন শুরু হয়ে যাবে।পুজার আগেই প্রশিক্ষন আমরা শেষ করব।

রাজ্যের আপত্তি মেনে নিয়ে তিন বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন পিছিয়ে দিল কমিশন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দুর্গাপুজোর পরেই বিধানসভার উপনির্বাচন করানোর ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই আপত্তি মেনে নিয়ে রাজ্যের তিন বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর ও কৃষ্ণনগর আসন থেকে জয়ী হওয়ার পরেই বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। প্রথমজন গত বিধানসভা ভোটে খড়্গপুর ও দ্বিতীয়জন নদিয়ার করিমপুর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক প্রমথনাথ রায় দীর্ঘ অসুস্থতার পরে প্রয়াত হয়েছেন। ফলে তিন আসন শূন্য রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে উপনির্বাচন করানো নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাব।

শনিবার হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানিয়েছেন, 'দুর্গাপুজোর পর পরই বিধানসভার উপ নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। তাই মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তিন বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে না। পরে সেখানে ভোট হবে।' কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের খড়্গপুর, কালিয়াগঞ্জ ও করিমপুরে আগামী নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে জানানো হয়, যেহেতু অক্টোবরের শেষের দিকে ভোট করাতে গেলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ভোট প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে হবে, তাই ওই সময়ে ভোট করানো যুক্তিসঙ্গত হবে না। কেননা, তাতে রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারের জন্য নূন্যতম সময় মিলবে না। তাছাড়া উৎসবের মরসুমে পুলিশ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে, তাই ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা মুশকিল হয়ে

অসমের চার-সহ উত্তরপূর্বের চার রাজ্যের নয় আসনে উপনির্বাচন ২১ অক্টোবর : সিইও

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। দেশের দুই রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্যের নয়টি-সহ গোটা দেশের ৬৪টি আসনে উপ-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইও) সুনীল আরোরা। শনিবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে ৬৪টি আসনে উপ-নির্বাচন ঘোষণা করেছেন সেগুলোর মধ্যে অসমে চার, মেঘালয়ে এক, অরুণাচল প্রদেশে এক এবং সিকিমে তিন আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঘোষণা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ হবে ২১ অক্টোবর এবং ভোটগণনা ২৪ অক্টোবর। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ৩ অক্টোবর। এদিকে ২৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করার পাশাপাশি ৩০ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, মনোনয়ন পত্রগুলো স্ক্রুটিনি করা হবে ১ অক্টোবর। ৩ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ধার্য করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হয়ে গেছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি।

অসমের যে চার আসনে উপ-নির্বাচন হবে সেগুলি ১ নম্বর রাতাবাড়ি, ১০৬ নম্বর সোনারি, ৪৪ নম্বর জনিয়া এবং ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়া। চার আসনের বিধায়করা গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিধানসভায় চার আসনই শূন্য হয়ে পড়েছিল।

রাতাবাড়ি আসন শূন্য হয়ে যায় বিজেপি বিধায়ক কৃপানাথ মালাহ দলীয় টিকিটে করিমগঞ্জের সাংসদ পদে বিজয়ী হলে। একইভাবে সোনারির বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী তপন গগৈও দলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন যোরহাটের সাংসদ হিসেবে। বিধায়ক তথা মন্ত্রী পল্লবলোচন দাস তেজপুরের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর রাঙাপাড়া বিধানসভা আসন শূন্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে জনিয়া বিধানসভা আসন শূন্য হয়ে যায় কংগ্রেসি বিধায়ক আব্দুল খালেক বরপেটা কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হলে। প্রসঙ্গত, রাতাবাড়ির বিধায়ক তথা বর্তমানের সাংসদ অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

মেঘলয়ের ইস্ট খাসি হিলস-এর ২৬ নম্বর শেল্লা উপজাতি তফশিলি কেন্দ্রের ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)-র টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ ড় ডনকুপার রয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল। গত ২৮ জুলাই হরিয়ানার গুরুগ্রামে মেডান্টা মেডিসিটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন রাজ্য রাজনীতির এই ব্যক্তিত্ব।

এছাড়া অরুণাচল প্রদেশের ৫৬ নম্বর খোনসা পশ্চিম (তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত) আসনেও আগামী ২১ অক্টোবর উপ-নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন ভারতের নির্বাচন কমিশনার। গত ১১ মে সন্দেহভাজন খাপলাং গোষ্ঠীর এনএসসিএন জঙ্গিদের গুলি-হামলায় ওই আসনের বিধায়ক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র তিরন আবোহ-সহ ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। বিধায়ক আবোহের অকালমৃত্যুতে খোনসা পশ্চিম আসন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া সিকিমের পোকলোক কামরাং, মারটাম রুমটেক (বিএল) এবং গ্যাংটক (বিএল) আসনেও ওই দিন অনুষ্ঠিত হবে উপ-নির্বাচন। সিকিমের তিন বিধানসভা আসনের তিন প্রার্থী দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দুটি আসনে বিজয়ী হওয়ায় একটি করে তাঁরা ছেড়ে দিসে সংশ্লিষ্ট তিন আসনই শূন্য হয়ে যায়।

পঞ্চায়েত অফিস সহ তিনটি বিভাগে চুরি, প্রমান লোপাটে সিসিটিভি হার্ডডিস্ক লোপাট

চন্দ্রকোনা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একরাতে একটি ভবনের মধ্যে তাকা তিনটি স্থানে তালা ভেঙ্গে চুরির ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা টাউনে । যারমধ্যে —ভবনের নিচে থাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র, অপরটি ভুমি রাজস্ব দফতরের অফিস, দোতলাতে থাকা পঞ্চায়েত অফিস। তালা ভেঙ্গে চুরি করে প্রমান লোপাট করতে গায়েব করা হয়েছে সিসিটিভির হার্ড ডিস্কও ।

টনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের জাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কার্যালয়ে। এই দ্বিতল কার্যালয়ের ওপরে পঞ্চায়েত অফিস, নিচে রয়েছে বাকি দুটি বিভাগ । তিনটি অফিসেই শুক্রবার রাতে তালা ভেঙে সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে পালালো দুষ্কৃতীদল। শনিবার সকালে প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে, দেখা যায় -পঞ্চায়েত অফিসের মূল গেটের তালা ভাঙ্গা। পুলিশ এসে দেখে তিনটে অফিসেই তালা ভেঙে লুঠ করা হয়েছে অনেক কিছুই। পঞ্চায়েত অপিসে ভাঙ্গা হয়েছে ১০ থেকে ১২টি আলমারির লকার। এমনকি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক সহ তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। টাকা নাকি নথি খোয়া গিয়েছে এখনো সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বদেশ প্রামানিক বলেন,-শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে, ল্যাপটপ সহ বেশকিছু প্রয়োজনীয় নথী খোয়াগেছে,পুলিশ কে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। একই রকম ভাবে ভূমিরাজস্ব দফতরের অফিস ও ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটিও ভাঙচুর করে চুরি হয়েছে ।

খড়্গপুরে অস্ত্র সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতি

খড়্গপুরে, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের অস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ । ধৃত ব্যাক্তির নাম সুশান্ত বেরা । খড়্গপুর শহরের বাসিন্দা । নির্দিষ্ট সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে । ধৃত ব্যাক্তি বিজেপির কর্মী বলে দাবি তৃণমূলের । অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির ।

পুলিশ সুত্রে খবর, নির্দিষ্ট সুত্রে জানার পরই অভিযান চালিয়ে খড়্গপুরের রেল এলাকার প্রিন্টিং প্রেস এর কাছ থেকে বিজেপি কর্মী সুশান্ত বেরা ওরফে লিপু কে গ্রেফতার করেছে। লিপুর কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার বন্দুক উদ্ধার করেছে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। লিপুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলার অভিযোগ রয়েছে খড়্গপুর টাউন থানায়। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি-র দাবি --- ধৃত ব্যক্তি বিজেপির দুষ্কৃতি । যারা কয়েকমাস ধরে খড়্গপুর শহরকে সন্ত্রাশের আতুঁড়ঘর বানানোর চেষ্টা করছিল । এরা জল ঘোলা না করলে ফায়দা তুলতে পারবেনা বলেই এসব করছিল । তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপির রাজ্য সাধারন সম্পাদক তুষার মুখার্জী । তিনি

ছয়ের পাতায়

দুইদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুরের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর(হি.স.): দুইদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহ-উপাচার্য প্রদীপকুমার ঘোষউ আপাতত সুস্থ আছেন দুজনেইউ তবে সাতদিন তাঁদের বিশ্রাম নিতে বলেছেন চিকিতকউ

শনিবার সকালে ১০টার কিছু পরে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহ-উপাচার্য প্রদীপকুমার ঘোষকে দেখতে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরউ সেখানে তাঁদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে কথা বলেন চিকিতকদের সাথেওউ জানান, শিক্ষক-ছাত্র সকলের সাথেই কথা বলবেন তিনিউ পাশাপাশি তাঁদের সুস্থ থাকার জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেনউ

অন্যদিকে, বেলা তিনটের সময় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যান উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহ-উপাচার্য প্রদীপকুমার ঘোষকে দেখতেউ সেখানে তিনি ফুলের তরা দিয়ে সৌজন্য বিনিময় করে কথা বলেন তাঁদের সাথেউ বেরিয়ে পার্থবাবু জানান, ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তান্ডব হয়েছে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়ে সব সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেউএমনকি ছাত্র, কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সকলকেই তিনি সাহায্য করার কথা বলেছেন''উ

বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সেই অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে যোগ দিতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা দেওয়া মাত্রই উত্তেজনা ছড়ায়। বিরোধী গোষ্ঠীর একদল পড়ুয়া তাঁকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করে। নিরাপত্তারক্ষীর বেষ্টনী ভেঙে কার্যত বাবুলের উপর চড়াও হয়। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান বাবুল সুপ্রিয়। তাঁর জামার কলার ছিঁড়ে যায়।

বাবুল সুপ্রিয় অভিযোগ করেছেন, তাঁর গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। চুলের মুঠি ধরে মারা হয়েছে। চশমা কেড়ে নিয়েছে পড়ুয়ারা।এরপরেই হেনস্থার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

তবে ব্যর্থ হন। অভিযোগ, তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করেই বাবুলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বামপন্থী ছাত্ররা। কিল, চড় মারা হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। পড়ুয়ারা দাবি তোলে ক্ষমা না চাইলে কোনও ভাবেই মন্ত্রীকে ক্যাম্পাস ছাড়তে দেওয়া হবে না। সূত্রের খবর প্রচণ্ড ধস্তাধস্তিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহ-উপাচার্য প্রদীপ মিত্রও।তারপরেই ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁদের।

কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বাবুলের কাছে ক্ষমা চাইল দেবাঞ্জন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শেষ পর্যন্ত নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বাবুল সুপ্রিয়ের কাছে ক্ষমা চাইল দেবাঞ্জনবল্লভ চট্টোপাধ্যায়উ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে চুল ধরে টানার অভিযোগ উঠেছিল এই দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধেউ এরপরেই তাঁর নিন্দায় মুখর হয় সোশ্যাল মিডিয়াউ এবার সেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই ক্ষমা চাইল দেবাঞ্জন। ফেসবুকে নিজের ওয়ালে একটি পোস্ট আপডেট করে দেবাঞ্জন লিখেছে, "আমি এই বার্তা লিখছি কারণ আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, আমার আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। ইতিমধ্যেই গত কাল একটি ভিডিওতে দেখা গেছে দেবাঞ্জনের মা ক্যান্সার আক্রান্ত রুপালি দেবী ছেলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র কাছেউ তিনি হাত জোর করে বলছেন, ''উনি যেন ছেলেকে কোনও রাজনীতিতে না জড়ান। ছোট ছেলে ভুল করে ফেলেছে। বাবুলের কাছে অনুরোধ, ওর পড়াশোনার জীবন যেন শেষ না হয়ে যায়। একজন ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের কথা ভেবে উনি আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দিনউ" এর উত্তর দিয়ে মন্ত্রী সেই ভিডিয়ো টুইট করে লেখেন, "চিন্তা করবেন না মাসিমা, আমি ওর কোনও ক্ষতি চাই নাউ"

যদিও দেখা গেছে বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর থেকেই নিজের ফেসবুক বন্ধ রেখেছে দেবাঞ্জনউ কিন্তু শনিবার সকালে একটি পেজ খুলে সেখানে ক্ষমা চাওয়া স্ক্রিন শটটি পোস্ট করেছে

মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ গ্রেফতার দুই

মুর্শিদাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম প্রায় ৪ কোটি টাকা বলে পুলিশের দাবি।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের লালবাগ থানা এলাকার লালবাগ কোর্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩ কেজি হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। লালবাগের এসডিপিও বরুণ বৈদ্য জানিয়েছেন, হেরোইন পাচারের খবর আগে থেকেই ছিল। সেই মতো ফাঁদ পাতা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম সফির সেখ ও প্রফুল্ল পাত্র। সফির সেখের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি এবং প্রফুল্ল পাত্রের বাড়ি ওড়িশার বালেশ্বরে। ধৃতদের কাল আদালতে তোলা হবে।

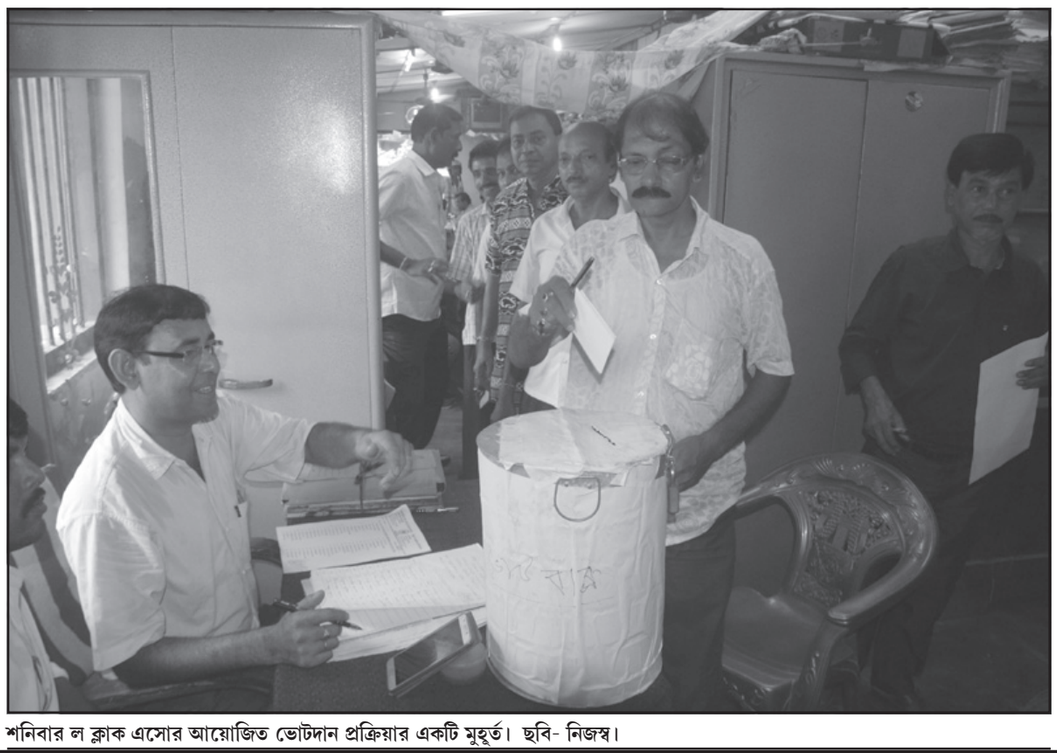

শনিবার ল ক্লাক এসোর আয়োজিত ভোটদান প্রক্রিয়ার একটি মুহূর্ত। ছবি- নিজস্ব।

যাদবপুরে পুলিশ ডাকা নিয়ে দলের সঙ্গে ভিন্নমত সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) :যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ঠিক তখনই উপাচার্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সময় পুলিশ না ডেকে ভুল করেছেন উপাচার্য।

বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তাঁকে ঘিরে ক্যাম্পাসেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, মন্ত্রীকে শারীরিকভাবেও হেনস্থা করে পড়ুয়ারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন উপাচার্য এবং সহ উপাচার্য দু'জনই। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দু'জনেই।

যাদবপুর নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে সমর্থন বিভিন্ন মহলে

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উপাচার্য সঠিক সময়ে পুলিশকে ডাকেননি। উনি পুলিশ ডাকলে, ঘটনাটা এতটা বাড়ত নাঊ দলের বিপরীতে গিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যে সমর্থন করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিত চক্রবর্তীঊ দলের মতামতে গা না ভাসিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে বলে জানান তাঁরাঊ বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে ঘিরে বিক্ষোভ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে মারধর, জামা ছিড়ে দেওয়া সহ চূড়ান্ত হেনস্থা করা হয় ঊ এহেন অবস্থায় পুলিশকে ডাকার জন্য উপাচার্যকে বলেছিলেন মন্ত্রী ঊ কিন্তু উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানান, “দরকার হলে পদত্যাগ করব কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ডাকব নাঊ” এই মন্তব্যের নিন্দা করেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান, উনি উপাচার্য। ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকার অধিকার একমাত্র ওনার রয়েছে। উনি সঠিক সময়ে পুলিশ ডাকলে এতটা ঝামেলা বাড়ত না। আমাদের প্রশাসন তো সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই পারেনি। এই ঘটনায় উনি কখনওই দায় এড়াতে পারেন না।”আর তাঁর এই মন্তব্যই সমর্থন করে রাহুলবাবু জানান, “প্রথমে পুলিশ ডাকলে এই সমস্যায় হত নাঊউনি যে দলের বিপরীতে গিয়ে সত্যি কথা বলেছেন তাঁর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাইঊ তৃণমূলে থেকে কেউ যে সত্যি কথা বলতে পারছে এটাই বড় কথা। অপরদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিত চক্রবর্তী জানান, “যে দেশে গণপ্রহার নিষিদ্ধ হল সেখানেই একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এভাবে আটকে রাখা হলঊ উপাচার্য একজন মন্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে গেলেন তা সত্যি নিন্দাজনকঊ পুলিশের ভূমিকা নক্কারজনকঊ যারা তান্ডব চালিয়েছে তারা আদৌ যাদবপুরের পড়ুয়া কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছেঊ পাশাপাশি তিনি জানান রাজ্য সরকারের ভূমিকা অতি নেতিবাচকঊ একইসাথে তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের ভূমিকা নিয়ে খুশিঊ রাজ্যপাল অভিভাবকের মত নৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন বলেছেন বলেই মত তাঁর। তবে তৃণমূলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, “এটা একদমই তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য, দলের নয়

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল উত্তরবঙ্গ যাবেন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী মঙ্গলবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর উত্তরবঙ্গ যাবেনঊ রাজ্যপালের এই সফর নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ধোঁয়াশায় বলে নবান্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি যাচ্ছেন রাজ্যপাল। সেখানে পৌঁছে জেলাশাসক একং পুলিশ সুপারের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসবেন। এ ছাড়াও কথা বলবেন শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে।

আরেক কর্মী

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা বিক্ষিপ্ত নয়। ফলে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে রাজ্যে কলংকিত হচ্ছে বিজেপি।

হারেরখোলা পঞ্চায়েত এলাকায় সংঘটিত ঘটনায় পুলিশ মামলা নিলেও তদন্ত করতে পারছে বলে অভিযোগ। কারণ, বিজেপি কার্যকর্তার বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীর অভিযোগকে ঘিরে বেকায়দায় পড়েছে পুলিশ। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

আহত আরো এক

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণা দেন। অজয়বাবু, আরও জানান, মৃতের ভাই শ্রীনিবাস দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা প্রথমে তাকে টিএমসি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু সেখান থেকেও তাকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন চিকিৎসকরা।

টাকারজলা থানার ওসি-র দাবি, ঘাতক বোলেরো গাড়িটি খোঁজে বের করা হবে। ওই দুর্ঘটনায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ২৮৯, ৩৩৮, ৩০৪(এ) এবং এমবিআই ১৭৭, ৮৩, ১৮৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিকে, দমকল কর্মী চিত্ত দেবনাথের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া দিয়েছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজীব কুমারের খোঁজে এবার সিবিআইয়ের টিম উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে, তল্লাশি ভবানী ভবনেও

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের খোঁজে এবার সিবিআইয়ের স্পেশাল টিম উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে হানা দিল। চার সদস্যের একটি সিবিআই টিম উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী দল।

অন্যদিকে, আজ শনিবার সকাল থেকে কলকাতায় রাজীব কুমারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই আধিকারিকরা। এদিন ভবানী ভবনেও চলে তল্লাশি অভিযান। পাঁচ সদস্যের একটি সিবিআই টিম ভবানী ভবনে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। যদিও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের অভিযোগ, জোর করেই সিবিআই আধিকারিকরা ভবানী ভবনে ঢোকেন। যদিও তা সিবিআই আধিকারিকরা খারিজ করে দিয়েছেন।

এখনও খোঁজ নেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের। কয়েকদিন ধরে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন সিবিআই আধিকারিকরা। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দলে ভাগ হয়ে হানা দিচ্ছেন সিবিআইয়ের স্পেশাল টিম। কখনও শহরের পাঁচতারা হোটেল তো কখনও জেলার বিভিন্ন বিলাশবহুল বাংলো। বারবার কলকাতায় রাজীবের বাসস্থানেও হানা দিচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, ভবানীভবনে পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে রাজীব কুমারের সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি কোন ফোন ব্যবহার করছেন সেই বিষয়েও খোঁজখবর নেন। কিন্তু জানা গিয়েছে, বিস্তারিত কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি ভবানীভবনের আধিকারিকদের কাছ থেকে। আর এরপরেই সিবিআই আধিকারিকরা আইজি পদমর্যাদার এক অফিসারকে নোটিশ ধরান। যেখানে বলা হয়েছে যে দ্রুত রাজীব কুমারকে সিবিআই গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হতে হবে। একই সঙ্গে রাজীব কুমারের বর্তমান অবস্থান নিয়ে সমস্ত তথ্য সিবিআইকে দেওয়ার জন্যেও বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দীঘার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া এক পর্যটক উদ্ধার

মেদিনীপুর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া এক পর্যটককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলো নুলিয়ারা ।ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সৈকত দীঘার মেরিনা ঘাটে। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার ধাননগর এলাকা থেকে পাঁচ বন্ধু মিলে সমুদ্র সৈকত দীঘাতে আসে। পাঁচ বন্ধু মিলে বেপরোয়া ভাবে মদ্যপান করে সমুদ্রে স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাওয়া যায় পাঁচ বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু উত্তম দিন্দা গভীর সমুদ্রের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। আর সব বন্ধু মিলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাতে থাকে। সমুদ্রে পাড়ে থাকা নুলিযারা দেখতে পেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যাওয়া পর্যটকে উদ্ধার করে দীঘা রাজ্য জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। দীঘা থানায় ওসি বাসুকি ব্যানার্জি বলেন নন্দকুমার থানার ধাননগর এলাকা থেকে পাঁচ বন্ধু মিলে দীঘাতে বেড়াতে এসে ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমুদ্রে নামতে বারন করা সত্যেও এরা প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। নুলিযারা উদ্ধার করে দীঘা রাজ্য জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়া পর্যটক বর্তমানে সুস্থ আছে।

চারস্তরীয় ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও নির্বাচনে এই আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ দেববর্মা, এ আর ও তথা সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড় মাহাত্নে সন্দীপ এন এক বিবৃতিতে জানান আজ বিকাল ৪টায় নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হয়েছে। ফ্লাইং স্কোয়াড এবং স্টেটিক সার্ভিলেন্স টিমের নজরদারী বাড়ানো হয়েছে। কেউ ৫০ হাজার টাকার বেশী নগদ নিয়ে চলাফেরা করলে এর উপযুক্ত নথীপত্র সঙ্গে রাখার জন্য বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে ভোটারদের ঘুষ দেয়া এবং হুমকী দেয়া শুধুমাত্র নির্বাচনী অপরাধই নয় ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধও। তাই এ ধরণের কাজ থেকে দূরে থাকতে এবং এধরণের কোন ঘটনা ঘটলে তা সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে নেবার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অবরোধ ভোক্তাদের

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম আগরতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানান, গ্যাস এজেন্সির কর্ণধারের সাথে কথা হয়েছে। সাথে তিনি খাদ্য দপ্তরকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকেই নেওয়া হবে। তিনি বলেন, রান্নার সিলিন্ডার কালোবাজারে বিক্রি করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গ্রেফতার দুষ্কৃতি

পাচের পাতার পর

বলেনঅমেন অনেকেই রয়েছে যারা বিজেপির নেতাদের সঙ্গে সেলফি তোলে । তার মানে এই নয় যে বিজেপির সক্রিয় কর্মী । তবে খড়্গপুর বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে পরপর বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করার নোংরা খেলায় নেমেছে পুলিশ ও শাসকদল । গত কয়েকমাস ধরেই খড়্গপুর শহরে সশস্ত্র দুষ্কৃতিদের হামলা চলছে । দিনের বেলাতে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনাও ঘটেছে । খড়্গপুর শহরে দুষ্কৃতি তান্ডব নিয়ে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল সব মহলেই । এরপরই সম্প্রতি পুলিশ সক্রিয় হতেই পরপর দুষ্কৃতিরা ধরা পড়তে শুরু করেছে । আর তা নিয়েও রাজনীতি শুরু হয়েছে ।

পদযাত্রা

আটের পাতার পর

এসডিএম। এসডিএম আরও জানান, প্লাস্টিক কেরি ব্যাগের বদলে কাগজের ব্যাগও ঠোঙ্গা ব্যবহার করতে হবে। মোহনপুর পুর পরিষদ এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে পুর পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজীব কুমার

আটের পাতার পর

শুরু করেছেন সিবিআই কর্তারা। এবার রাজীব কুমারের বাসভবন ৩৪ নং পার্ক স্ট্রিটের বাড়ির সমস্ত কর্মীকে নোটিস ধরালো সিবিআই। মূলত রাজীবের অবস্থান কোথায় তা জানতেই এই নোটিস বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ ছুটিতে থাকলেও বাড়ির কর্তা কোথায় যান, কোন লোকের যাতায়াত থাকে ঘরে সেই ধরনের তথ্য পেলে রাজীবকে আরও নাগালে পেতে সমর্থ হবে সিবিআই।

অন্যদিকে, সিআইডি কর্তাদের কাছেও রাজীব সংক্রান্ত মোবাইল নম্বরের বিষয়ে এদিনও জানতে চেয়েছে সিবিআই। দিন পার হয়ে চলেছে। অথচ রাজীবের টিকি খুঁজে পেতে গলদঘর্ম পরিস্থিতি দেশের এলিট ক্লাস গোয়েন্দাদের। যা নিয়ে সিবিআইয়েরই প্রাক্তন কর্তারা বলছেন, এটাও একধরনের ব্যর্থতা সিবিআইয়ের।

বেঙ্গল টাইগারের

দুইয়ের পাতার পর

প্রকাশ করেন, তাতে উল্লেখ ছিল, ২০১৪ সালের শুমারি অনুযায়ী দেশে ২২২৬টি বাঘ ছিল। এ বারের শুমারিতে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২৯৬৭। বৃদ্ধির হার প্রায় ৩৩ শতাংশ। কিন্তু, অসুস্থ হয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু বাঘ-প্রেমীদের জন্য সত্যিই দুঃখের।

শনিবার বিএসএফে'র এডিসিন্যাল ডিজি সঞ্জীব কুমার সিং সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

দুই রাজ্যে বিজেপিকে জেতানোর জন্য জনগণের কাছে আবেদন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) একাধিক ট্যুইট করে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার অমিত শাহ ট্যুইটারে লিখেছেন, উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানাকে নিয়ে গিয়েছে বিজেপি সরকার। বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন, বিগত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কাজগুলির খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ভোটগ্রহণকে গণতান্ত্রিক উৎসব হিসেবে অভিহিত করে অমিত শাহ ট্যুইটারে লিখেছেন, গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসব হচ্ছে নির্বাচন। দেশকে উন্নয়ন এবং সুশাসনের দিকে নিয়ে যায় নির্বাচন। শক্তিশালী সরকার গড়ার জন্য সকলকে বিশেষ করে যুব সমাজকে বিপুল পরিমাণে ভোট করার জন্য আহ্বান করেন তিনি। নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

উভয় শিবির

● প্রথম পাতার পর

সাথে জানান তিনি। তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেসের জামানত জব্দ হবে। কারণ, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন সরকার একের পর এক জনমুখী প্রকল্পের সূচনা করেছে। তার সুফল মানুষ পাচ্ছেন। ফলে উপনির্বাচনে জয় নিয়ে ভাবছে না বিজেপি। তাঁর দাবি, প্রচারের প্রত্যেক মুহূর্তে মহিলা কর্মীদের অংশগ্রহণ সকলের মনোবল বাড়িয়েছে। কারণ, বিপুল সংখ্যায় মহিলা কর্মী প্রচারে অংশ নিয়েছেন।

এদিন বিধায়ক রতন ভৌমিক বলেন, বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাসকে নিয়ে প্রচারে বিপুল সাড়া মিলেছে। মানুষ আমাদের কাছে পেয়ে উৎসাহিত হয়েছেন। তার দাবি, প্রচারে জনসামর্থন দেখে মনে হচ্ছে উপনির্বাচনে জয় নিশ্চিত। সে-ক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন। তার কথায়, মানুষ ভোট দিতে পারলে বামফ্রন্টের জয় কেউ আটকাতে পারবে না।

এদিকে, কংগ্রেস প্রার্থী রতন চন্দ্র দাসকে নিয়ে প্রচার করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। এদিন তাঁরা বাধারঘাট কেন্দ্রে রোড শোও করেছেন। বীরজিৎবাবু বলেন, ত্রিপুরায় ১৮ মাসে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের রাজত্বে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাঁর দাবি, ওই সরকারের উপর ভীষণ বিরক্ত। কারণ, তাঁরা নির্বাচনের কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে না। তাই, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয় ১০০ু নিশ্চিত, দাবি করেন তিনি। একই সুরে জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তাঁর কথায়, মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। এখন মোহ ভঙ্গ হয়েছে তাঁদের।

এদিকে, আজ বাধারঘাট উপনির্বাচনে সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। বিকাল চারটা বাজতেই নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী সব রাজনৈতিক দল প্রচার থামিয়ে দিয়েছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। গণনা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

আক্রান্ত গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

প্রভুরামপুর এলাকায়। আক্রান্ত বিলকিম বেগমকে উদ্ধার করে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে এলাকাবাসী। নির্যাতিতা গৃহবধূর অভিযোগ, গত তিন বছর পূর্বে, জয়নাল হোসেন এক প্রকার জোর পূর্বক তাকে বিবাহ করে। দেড় বছর পর তাদের এক সন্তানের জন্ম হয়। এরপর থেকেই স্বামঈ ও শ্বাশুড়ি মিলে তাকে প্রতিনিয়তই নির্যাতন করে আসছে। এদিকে নির্যাতন থেকে বাঁচতে পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে গিয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে সে সন্তান নিয়ে থাকতে শুরু করের। মাঝে মধেযই স্বামী ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠত। শুক্রবার রাতে বিলকিস তার সন্তানকে নিয়ে পেটের দায়ে, শ্বশুর বাড়িতে আসলে, তার শ্বাশুড়ি ও স্বামী তাকে অকথ্য বাষায় গালিগালাচ করে এক পর্যায়ে তাকে মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের বারান্দায় ফেলে যায়। পরবর্তীতে এলাকাবসী তাকে উদ্ধার করে দমকাল কর্মীদের হাতে তোলে দিলে, দমকলকর্মীরা তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে আসে। নির্যাতিতা বাবার বাড়িরলোকজন এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বাশুড়ির উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন।

মন্ত্রিসভায়

● প্রথম পাতার পর

ওই গ্যাস সিলিন্ডারের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, নতুন তিনটি বিএড কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাজেটে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বহিঃরাজ্যে বিএড কোর্সের জন্য প্রথম ধাপে ১৬০১ জনকে সহজ কিস্তি ঋণ দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক এবং দ্বাদশে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের আইপ্যাড, ১৪টি কৃষক বন্ধু সেন্টার স্থাপন এবং আরও তিনটি নতুন আইটিআই স্থাপনের কাজ চলছে।

তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞার কারণে পর্যটকদের বন দপ্তরের লজে থাকার সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনি, চা বাগানের জমিতে রাবার বাগান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আইন ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর কথায়, এই প্রথম ত্রিপুরায় বাজেট প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করছে। আগামী দিনেও এভাবেই জনকল্যানে কাজ করবে রাজ্য সরকার।

আইপিএফটি'র

● প্রথম পাতার পর

দাবিতে অবরোধ আন্দোলন শুরু করেছে আইপিএফটি।

এদিন আইপিএফটি ঊনকোটি জেলা সভাপতি জয়কিশোর দেববর্মা এবং মনোজ দেববর্মার নেতৃত্বে অবরোধ আন্দোলনে নামেন দলের কর্মী সমর্থকরা। সকাল ১০টা থেকে চন্ডিপুর ব্লকের অধীন সিঙ্গিরবিল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন শাসক জোট শরিক আইপিএফটি'র কর্মী সমর্থকরা। এই অবরোধের ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ডিসিএম আশুরঞ্জন দেববর্মা অবরোধস্থলে ছুটে যান। কিন্তু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহার করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন আইপিএফটি কর্মী সমর্থকরা। ডিসিএম আশুরঞ্জন দেববর্মা তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলেও আশ্বাস দেন। কিন্তু, তাতেও আইপিএফটি কর্মী সমর্থকরা অবরোধ তুলে নেননি। অবশেষে কৈলাসহর মহকুমা শাসক বিশাল কুমার অবরোধস্থলে গিয়ে তাদের দাবি মেনে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

কানে মোবাইল, কৃষ্ণনগর লোকালে কাটা পড়ে মারা গেলেন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কানে মোবাইল ঊ প্রাণ গেল এক ব্যক্তির ঊ শনিবার মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেল লাইন ধরে হাঁটতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেলেন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ঊ এদিন দক্ষিণদাঁড়িতে কৃষ্ণনগর লোকালে কাটা পড়েন ওই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। ওই ঘটনায় টানা ২ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শনিবার তখন সকাল সাড়ে আটটা হবে, কৃষ্ণনগর লোকাল আসছিল তখন লাইন ধরে মোবাইলে কথা বলতে বলতে রেল লাইন ধরে হাঁটছিলেন গৌতম হালদার(৪৫) নামে এক ব্যক্তি। দক্ষিণদাঁড়িতে কৃষ্ণনগর লোকালে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। চিতুর জিআরপি দেহটি উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ময়নাতদন্তের জন্য। এদিন এই ঘটনায় সকালের ব্যস্ত সময়ে টানা ২ ঘণ্টা বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল।

কোনও অবস্থায় প্রব্রজনকারী মুসলমানদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নয়, 'চোতাল সভা'য় সিদ্ধান্ত মমিনুলদের

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রব্রজনকারী (অনুপ্রবেশকারী) মুসলমানদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ না দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ২১টি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের যৌথমঞ্চ ''জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় পরিষদ, অসম'। শনিবার গুয়াহাটির লক্ষ্মীধর বরাক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় পরিষদ-এর 'চোতাল সভা' (উঠোন সভা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গ্রহণ করা হয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

উঠোন সভা বা চোতাল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম হচ্ছে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা অনুযায়ী অসমের জনগোষ্ঠীদেরই সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ পাওয়া উচিত। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে 'জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় পরিষদ, অসম'-এর আহ্বায়ক তথা রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল বলেন, গত ২০ সেপ্টেম্বর অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা রূপায়ণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চস্তরীয় কমিটির কাছে তিনটি বিষয় সম্পর্কে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রথম বিষয়, ৬ নম্বর দফা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সাল, তারিখ অথবা খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) বা অসমিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। প্রব্রজনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলোকেই সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ দিতে হবে। কোনওভাবে পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রব্রজনকারী বা অনুপ্রবেশকারী মানুষ বা তাদেরর সন্তান-সন্ততি সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ লাভ করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে মমিনুল বলেন, প্রব্রজনকারী মুসলমানের দ্বারা ২৫টি বিধানসভা এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক অধিকার হারাতে বসেছে। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যের ২১ নম্বর মানকাচর, ২২ নম্বর দক্ষিণ শালমারা, ২৩ নম্বর ধুবড়ি, ২৪ নম্বর গৌরীপুর, ২৫ নম্বর গোলকগঞ্জ, ২৬ নম্বর পশ্চিম বিলাসীপাড়া, ২৭ নম্বর পূর্ব বিলাসীপাড়া, ৩৪ নম্বর অভয়াপুরি উত্তর, ৩৭ নম্বর গোয়ালপাড়া পূর্ব, ৩৮ নম্বর গোয়ালপাড়া পশ্চিম, ৩৯ জলেশ্বর, ৪১ নম্বর ভবানীপুর, ৪৪ নম্বর জনিয়া, ৪৫ নম্বর বাঘবর, ৪৭ নম্বর চেঙা, ৬৮ নম্বর দলগাঁও, ৮১ লাহরিঘাট, ৮৩ নম্বর ধিং, ৮৪ নম্বর বটদ্রবা, ৮৫ নম্বর রূপহিহাট, ৮৮ নম্বর সামাগুড়ি, ৯০ নম্বর যমুনামুখ এবং ১১০ নম্বর নাওবৈচা-সহ ২৫টি বিধানসভা এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী সাংবিধানিক অধিকার হারাতে বসেছেন, তাদের সংরক্ষণ করতে হবে।

তৃতীয় বিষয়ের তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, অসম বিধানসভায় রাজ্যের ছোট ছোট কয়েকটি জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এই সব ছোট ছোট যেমন হাজং, দেউরি, চা জনগোষ্ঠী জলহা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীয় মানুষজনের প্রতিনিধিত্বের জন্য উচ্চ সদনের ব্যবস্থা করতে হবে ।আজকের 'উঠোন সভা'য় গুয়াহাটিতে এই সব দাবির ভিত্তিতে এক গণসমাবেশের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এই তিনটি বিষয়ের পাশাপাশি এনআরসি-তে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গরিয়া, মরিয়া, দেশি, চা জনগোষ্ঠী জলহার নাম বাদ পড়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে এক বৈঠকের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এনআরসি-ছুট এই সকল জনগোষ্ঠীয় নাগরিকের নাম জাতীয় নাগরিকপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করতেও অসম সরকারের কাছে দাবি জানানো

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের পাক সফর বাতিল, আইপিএল’’কে দুষলেন আফ্রিদি

নয়াদিল্লি: শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির ১০ জন ক্রিকেটারের আসন্ন পাকিস্তান সফর বাতিলের জের। কারণ হিসেবে ভারতের ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল’’কেই দুষলেন প্রাক্তন পাক তারকা ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি। আফ্রিদি সাফ জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে, ক্রিকেটাররা জানিয়েছেন পাকিস্তান সফর কিংবা পাকিস্তান সুপার লিগে তাদের খেলার ইচ্ছে থাকলেও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চাপ এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।টি-২০ দলনায়ক লাসিথ মালিঙ্গা, ওয়ান-ডে ও টেস্ট দলনায়ক দিমুথ করুণারত্নে সহ দ্বীপ রাষ্ট্রের প্রথম সারির ১০ জন ক্রিকেটার নিরাপত্তার কারণে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন আসন্ন পাকিস্তান সফর থেকে। যার মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, থিসারা পেরেরা, দীনেশ চাঁদিমলরাও। এপ্রসঙ্গে আফ্রিদি সেদেশের এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ’’আইপিএল থেকে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের উপর ক্রমাগত চাপ আসছে। শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের সঙ্গে পাকিস্তানে খেলতে আসার বিষয়ে আমার কথা হয়েছে। তাদের এখানে (পাকিস্তান) খেলতে আসার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো জানিয়েছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা যদি পাকিস্তানে খেলতে যায় তবে তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হবে।’’কিন্তু আফ্রিদির এমন অভিযোগের কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না অনুরাগীরা। কারণ, লাসিথ মালিঙ্গা ছাড়া বাকি ৯ জন ক্রিকেটারদের কেউই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নন। শ্রীলঙ্কার টি-২০ অধিনায়ক মালিঙ্গা একমাত্র আইপিএলে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আকিলা ধনঞ্জয়াও ২০১৮ মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ২০১৯ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।তবে এক্ষেত্রে আফ্রিদির আরও সংযোজন করে বলেছেন, ’’পাকিস্তান সবসময় শ্রীলঙ্কাকে সবরকম সহযোগীতা করে এসেছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিয়ে পাকিস্তান কখনও শ্রীলঙ্কা সফরে যায়নি। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের উচিত ছিল ক্রিকেটারদের আরেকটু চাপ দেওয়া। যে সকল ক্রিকেটাররা পাকিস্তনা সফরে আসছে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’’ পাকিস্তানের মাটিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৩টি ওয়ান-ডে ও ৩টি টি-২০ ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা।আফ্রিদির এমন অভিযোগের কিছু সময় পরেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়, ’’রাষ্ট্রপ্রধানদের যে পর্যায়ের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের সেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পর পাক সফরে সম্মতি দিয়েছি আমরা।’’উল্লেখ্য, ২০০৯ মার্চে লাহোরে শ্রীলঙ্কার টিম বাসে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা এখনও ভুলতে পারেননি সিংহলি ক্রিকেটাররা। অতীতের ভয়াবহ সেই স্মৃতি এখনও টাটকা বলেই মালিঙ্গারা বোঝেন পাক ভূ-খণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেলে জীবন বাজি রাখতে হবে তাঁদের। সেই ঘটনার পর থেকে এক দশক কেটে গেলেও সেই অর্থে পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কার্যত ব্রাত্য।জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও একবার শ্রীলঙ্কার ক্লাব স্তরের দলকে নিয়ে পাকিস্তান নিজেদের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করেছিল। তবে ঘরের মাঠে প্রথম সারির কোনও দলকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ এখনও আয়োজন করতে পারেনি পিসিবি।

সংগঠিত ভাবনায় এগিয়ে স্মিথ, বললেন সচিন

অ্যাশেজে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেও স্টিভ স্মিথের টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিশেষজ্ঞেরা। কিন্তু বৃহস্পতিবার কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর জানিয়ে দিলেন, টেকনিক জটিল হলেও সংগঠিত মানসিকতার জন্যই টেস্ট ক্রিকেটে স্মিথ এত সফল।বল-বিকৃতি কাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়ার পরে এক বছর নির্বাসিত ছিলেন স্মিথ। প্রত্যাবর্তনের টেস্ট সিরিজে সাত ইনিংসে ৭৭৪ রান করে ক্রিকেটবিশ্বের চর্চায় ফিরে আসেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান। এ দিন টুইটারে স্মিথের টেকনিক ব্যাখ্যা করে ’’মাস্টার ব্লাস্টার’’ লেখেন, ’’’’জটিল টেকনিক হলেও স্মিথের চিন্তা-ভাবনা প্রচণ্ড সংগঠিত। সেটাই ওকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে দেয়।’’’’সচিনের ব্যাখ্যা, ’’’’পিচ থেকে বল নড়তে শুরু করলে স্মিথকে দেখা যেত দ্রুত ব্যাট সরিয়ে নিচ্ছে। টেস্টে এ ভাবেই ব্যাট করা উচিত।’’’’ যোগ করেন, ’’’’শরীরের ভারসাম্য পিছনের পায়ে ছিল স্মিথের। তাই আর্চারকে সামলাতে লর্ডসে সমস্যা হয়েছে ওর।

অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করলেন বজরং ও রবি

দারুন খবর ভারতীয় কুস্তির জন্য। ভারতের দুই কুস্তিগির বজরং পুনিয়া এবং রবি দাহিয়া সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন টোকিও অলিম্পিক্সের মূল পর্বে। কাজস্থানে এই মুহূর্তে চলছে কুস্তির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আর এই চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি ফাইনালে উঠার সাথে সাথে ভারতের এই দুই কুস্তিগির যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন টোকিও অলম্পিকে। তবে সেমি ফাইনালে উঠলেও ফাইনালে কেউও যেতে পারেন নি। দুজনকেই সেমি ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে।৫৭ কেজি বিভাগে সবাইকে চমকে দিয়ে বিশ্বের তিন নম্বর তারকা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেন ভারতীয় কুস্তিগির রবি। তবে সেমি ফাইনালে রাশিয়ার জাউর উগুয়েভের কাছে ৪-৬ ব্যাবধানে হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হল তার।অপরদিকে সহজে হার মানেন নি বজরং পুনিয়া। প্রতিপক্ষকে তীব্র টক্কর দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হয়। কাজখাস্তনের দৌতল নিয়াজবেকভের বিরুদ্ধে একটা সময় ৯-২ এ পিছিয়ে পড়েন তিনি পরে অবশ্য ৯-৯ স্কোর করেও শেষ রক্ষা আর করতে পারেন নি। এবার দুজনেই ব্রোঞ্চ পদকের জন্য লড়াই করবেন নিজেদের বিভাগে। অপরদিকে ভারতের মহিলা কুস্তিগির বিনেশ ফোগতও টোকিও অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

আশা জিইয়ে রাখলেন সাক্ষী মালিক

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেলেন ২০১৬ রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতের মহিলা কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক। যদিও টুর্নামেন্ট একেবারে থেকে ছিটকে যাননি তিনি। তাঁকে হারানো নাইজেরিয়ান কুস্তিগীর ফাইনালে পৌঁছলে ব্রোঞ্জ জয়ের জন্য লড়তে পারবেন সাক্ষী।বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ৬২ কেজি বিভাগের প্রথম রাউন্ডে নাইজেরিয়ার আমিনাট ওলুয়াফুনমিলাও আদেনিয়ির মুখোমুখি হয়েছিলেন ভারতের মহিলা কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক। ম্যাচের প্রথম রাউন্ডেই সাক্ষীর থেকে ৬-০ পয়েন্টে এগিয়ে যান নাইজেরিয়ান কুস্তিগীর। দ্বিতীয় রাউন্ডে লড়াই করেও প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যবধান কমাতে পারেননি ২০১৬ রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী সাক্ষী মালিক।অন্যদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফ্রি স্টাইল বিভাগে কোরিয়ার কিম সুনগোউনকে ১১-৪ পয়েন্ট হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন ভারতের রবি কুমার।

২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ধোনি ও পন্থের মধ্যে কাকে বাছলেন গাভাসকর

ছাটাই হওয়ার আগে নিজেই সরে যান লেজেন্ড মহেন্দ্র সিং ধোনি। এমনটাই মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর। একই সঙ্গে ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ধোনির থেকে পন্থকেই এগিয়ে রাখলেন দেশের ব্যাটিং লেজেন্ড।মানে মানে সরে পড়াই ভালোদেশকে ২০০৭-র টি-টোয়েন্টি ও ২০১১-র ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ দেওয়া মহেন্দ্র সিং ধোনির এবার ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় হয়েছে বলেই মনে করেন সুনীল গাভাসকর। ধোনিকে বাইরে রেখেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত বলে মনে করেন লিটল মাস্টার। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের পর আর ক্রিকেট না খেলা মাহি, টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান দলে বেমানান বলেই মনে করেন সুনীল গাভাসকর।২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য এমএস ধোনির পরিবর্তে তরুণ ঋষভ পন্থকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সুনীল গাভাসকর। তাতেই ওই টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের ভালো পারফরম্যান্সের সুযোগ আছে বলেই মনে করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।ঋষভের ফর্মঋষভ পন্থকে পরিণত হতে আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সুনীল গাভাসকর। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেটরক্ষকের সামনে দুর্দান্ত ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে বলেও মনে করেন ভারতের ব্যাটিং লেজেন্ড। তবে ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে পন্থকে কোথায় ব্যাট করতে পাঠানো উচিত (৪ না ৫), তা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করতে হবে বলেও মনে করেন সুনীল গাভাসকর।ঋষভ ছাড়া অন্য কেউঋষভ পন্থকে বাইরে রাখলে, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে এমএস ধোনির যোগ্য উত্তরসূরি তরুণ সঞ্জু স্যামসন হতে পারে বলে মনে করেন সুনীল গাভাসকর।

বিশ্বরেকর্ডের সামনে রোহিত নজির গড়তে পারেন ধাওয়ানও

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নতুন বিশ্বরেকর্ডের সামনে রোহিত শর্মা। আগের ম্যাচেই রোহিতকে টপকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়েছিলেন বিরাট। রোহিতের কাছে সুযোগ রয়েছে, রবিবার বেঙ্গালুরুতে ফের কোহলিকে টপকে সর্বোচ্চ রানের মালিক হওয়ার। অন্যদিকে, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের আগে নয়া রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী শিখর ধাওয়ানও।দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে রোহিত করেন মাত্র ১২ রান। অন্যদিকে কোহলি করেন ৭২ রান। অর্ধশতরানের ইনিংস দিয়েই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রানের বিচারে রোহিতকে টপকে গিয়ে শীর্ষস্থানে চলে আসেন কোহলি। এর আগে রোহিত দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক ছিলেন। কোহলি তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বুধবার। এবার টিম ইন্ডিয়ার ভাইস ক্যাপ্টেনের কাছে সুযোগ রয়েছে, ফের নিজের রেকর্ড পুনরুদ্ধার করার।রবিবার মাত্র ৮ রান করলেই বিরাটকে টপকে ফের শীর্ষস্থানে যাবেন টিম ইন্ডিয়ার ’’হিটম্যান’’। আপাতত রোহিতের খাতায় রান সংখ্যা ২ হাজার ৪৩৪। এবং বিরাটের খাতায় রানসংখ্যা ২ হাজার ৪৪১। অর্থাত, আর ৮ রান করলেই কোহলিকে টপকে ফের সেরা হবেন রোহিত। তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে কোহলিও ব্যাট করবেন। তাই রোহিত কোহলিকে টপকে গেলেও স্বস্তিতে থাকবেন না।এদিকে, রোহিতের পাশাপাশি ধাওয়ানও নতুন রেকর্ডের মালিক হতে চলেছেন। ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক টি-২০ মিলিয়ে ধাওয়ানের মোট রানসংখ্যা ৬ হাজার ৯৯৬। আর ৪ রান করলেই চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৭ হাজার রানের গণ্ডি পেরবেন ধাওয়ান। তবে, রোহিত ধাওয়ানদের থেকেও রবিবার নজরে থাকবেন ঋষভ পন্থ। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে একের পর এক সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করছেন পন্থ। তাঁর উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার প্রবণতাকে কটাক্ষ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এবার দেখার রবিবার তিনি চমক দেখাতে পারেন কিনা।

ঋষভকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরামর্শ দিলেন রাহুল দ্রাবিড়

রবিবার ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। সেই ম্যাচের জন্য ভারতীয় দল এই মুহূর্তে ব্যাঙ্গালুরুর চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করছে। হঠাতই বিরাটদের প্রাক্টিসের মাঝে এইদিন হাজির হন প্রাপ্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান রাহুল দ্রাবিড়। সেখানে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় তিনি কাটান ভারতীয় টিমের সাথে। সেই সাথে রাহুল দ্রাবিড় আলাদা করে কিছুটা সময় কথা বলেন তরুণ উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থের সাথে। সাথে রাহুল দ্রাবিড় বেশ কিছু পরামর্শ দেন ঋষভ পন্থকে।এই বছরেই রাহুল দ্রাবিড় ভারতের জাতীয় ক্রিকেট আকাডেমির হেডকোচ হয়েছেন। তাই নিয়মিত উনাকে যেতে হয় ব্যাঙ্গালুরুর চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। আর তাই তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে দ্রাবিড় হাজির হন বিরাটবাহিনীর অনুশীলনে। এইদিন চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গিয়ে রাহুল দ্রাবিড় কথা বলেন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী এবং ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সাথে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্ধী করে টুইট করা হয়।জাতীয় দলের হয়ে ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছেন ঋষভ পন্থ। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও মাত্র ৪ রান করেই সাজঘরে ফিরতে হয় তাকে। আর অনবরত এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ার ফলে নিজের ফর্ম ফিরে পাওয়ার জন্যই এইদিন দ্রাবিড়কে সামনে পেয়ে ঋষভ পন্থ নিজেই এগিয়ে আসেন দ্রাবিড়ের সাথে কথা বলতে।এদিকে বিরাট কোহলির ছোটো বেলার কোচ রাজকুমার শর্মাও বেশ চিন্তিত ঋষভ পন্থের খেলা দেখে। তিনি এইদিন বলেন ঋষভ পন্থের প্রিয় ফরম্যাট হচ্ছে টি-টোয়েন্টি কিন্তু সেখানেও তিনি রান পাচ্ছেন না। সেই সাথে তিনি বলেন ঋষভ পন্থ কিন্তু একজন ম্যাচ উইনার, যেকোনো মুহূর্তে ম্যাচের রং পাল্টে ফেলতে পারে ঋষভ পন্থ। কিন্তু বর্তমানে তার পারফরম্যান্স খুবই হতাশাজনক। পন্থকে অনেক সময়ই দেখা যায় ঠিকঠাক শর্ট সিলেকশন করতে না পারার কারণে আউট হয়েছেন। তাই এখন ঋষভ পন্থকে কিছুটা বুঝেশুনে ব্যাটিং করতে হবে।

পন্থের বিকল্প হিসাবে তিন উইকেট কিপারের নাম জানিয়ে দিলেন প্রধান নির্বাচক

এই মুহূর্তে ধোনির বিকল্প হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেট দলে ঋষভ পন্থের নাম উঠে এলেও বেশ কয়েক মাস ধরে একেবারেই ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে না ঋষভ পন্থকে। এই ঋষভ পন্থই অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডে যে সুন্দর ব্যাটিং করেছিল এখন তার ধারেকাছেও নেই তিনি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার রান না পাওয়া মানা যায়, কিন্তু ঋষভ পন্থ যেভাবে একের পর এক ম্যাচে ভুলভাল শট খেলে নিজের উইকেটটা দিয়ে আসছেন সেটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের হেডকোচ রবি শাস্ত্রী শট সিলেকশন নিয়ে ঋষভ পন্থকে রীতিমতো ধমক দিয়েছেন। আর এবার চাপে থাকা ঋষভ পন্থের উপর ফের চাপ বাড়লো প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদের একটি মন্তব্যে।এইদিন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ সাফ জানিয়ে দিলেন যেভাবে পন্থ একের পর এক ম্যাচে রান না পেয়ে আউট হচ্ছেন তাতে ইতিমধ্যেই পন্থের বিকল্প হিসাবে খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন তিন জন তরুণ উইকেটরক্ষকের। একটি সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন কে এস ভরত ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া ’’এ’’ দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। এছাড়াও সঞ্জু স্যামসন এবং ঈশান কিষানের মত প্রতিভাবান উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান তাদের নজরে রয়েছেন।উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া লিগে দারুন পারফরম্যান্স করে আসছেন ঝাড়খণ্ডের তরুণ উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান ঈশান কিষান। ঘরোয়া লিগে ঈশানের সর্বোচ্চ স্কোর ২৭৩। এছাড়াও এই মুহুর্তে আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করার দৌলতে মোটামুটি সবার কাছেই খুব চেনা মুখ হয়ে উঠেছে কেরলের সঞ্জু স্যামসন। আইপিএলে ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলার জন্য ইন্ডিয়া টিমের দরজা তার জন্য প্রায় খোলা। অন্যদিকে রয়েছে বিশাখাপত্তনমের ২৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান কেএস ভরতে সর্বোচ্চ স্কোর ৩০৮। আর এইজনের পারফরম্যান্স দেখেই নির্বাচক প্রধান জানিয়ে রেখেছেন এরাই হল ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার প্রবল দাবিদার।অপরদিকে টেস্ট ক্রিকেটে ৩৫ বছর বয়সী বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা নিঃশ্বাস ফেলছেন পন্থের ঘাড়ের উপর। দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ভালো পারফরম্যান্স করেছেন সাহা। ফলে সাউথ আফ্রিকার সাথে টেস্ট সিরিজে পন্থকে সরিয়ে যদি সাহাকে নেওয়া হয় তাহলে খুব একটা অবাক হবেন না কেউই।

IFA এর দ্বিচারিতা, ঘরোয়া লিগে ছোট ম্যাচের সেরারা পাচ্ছেন না পুরস্কারের টাকা

দীপক পাত্র: অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। ঘরোয়া লিগের সব ম্যাচে সেরার আর্থিক পুরস্কার দিচ্ছে না আইএফএ। না, একটু ভুল বলা হল। মোহনবাগান-ভবানীপুর কিংবা ইস্টবেঙ্গল-রেনবো অথবা মহামেডান-বিএসএস ম্যাচে সেরা হওয়া ফুটবলাররা ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পাচ্ছেন। বাকি ম্যাচগুলোতে পাঁচ হাজার টাকার রেপ্লিকা। অর্থাত কালীঘাট এমএস বনাম পিয়ারলেস, কিংবা জর্জ টেলিগ্রাফ বনাম এরিয়ানের খেলায় সেরা ফুটবলারের নাম ঘোষণা হচ্ছে। ম্যাচের সেরাদের ডেকে পুরস্কারস্বরূপ রেপ্লিকা তুলে দেওয়া চলছে। কিন্তু আর্থিক পুরস্কার নয়। এর মধ্যেই লুকিয়ে অন্য খেলা। সেটা কি? চেকের রেপ্লিকা দেখানো হচ্ছে। সকলের সামনে ছবিও উঠছে। কিন্তু টাকার দেখা নেই।ফুটবলাররা আশা নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন। এবার টাকা আসবে। কিন্তু সেই টাকা কবে দেওয়া হবে কেউ জানেনা।কেন এমন হচ্ছে? আসলে তিন প্রধানের খেলা টিভিতে দেখানো হচ্ছে। তাই সবার সামনে চেক দিয়ে বাহবা নিচ্ছে আইএফএ। ছোট খেলাগুলো সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে না। সেই ম্যাচে চেক দেওয়া হল কী হল না, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। জানাও সম্ভব নয়। অথচ ম্যাচ সেরার পুরস্কার বাবদ পাঁচ হাজার টাকা না পেয়ে ফুটবলাররা হতাশ। আইএফএ-র নেকনজরে পড়ার ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না। অনেকে বলতে শুরু করেছেন, মুখ আর মুখোশের মধ্যে এত পার্থক্য? না হলে আইএফএ-এর পক্ষ থেকে এখন এক কথা বলা হচ্ছে, আর কাজের ক্ষেত্রে উলটো? পুরস্কারের টাকা দেয় যে বাণিজ্যিক সংস্থা তারা দিলেও এমন ঘটনা ঘটছে কেন?আইএফএ-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, রেফারিরা ছোট ম্যাচে সেরাদের নাম পাঠাচ্ছে না বলে নাকি চেক তৈরি করা যাচ্ছে না। পুজোর পর নাকি পুরো টাকা আইএফএ-এর পক্ষ থেকে ফুটবলারদের দেওয়া হবে। এখানেই প্রশ্ন। যদি তাই হয়, তাহলে সেই টাকা নেবে কে? অধিকাংশ ম্যাচে সেরা হয়েছেন বিদেশিরা। চুক্তি অনুযায়ী লিগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিদেশিদের সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্ক থাকবে না। ফলে সেই চেকের টাকা ফুটবলারদের কাছে যাবে তার গ্যারান্টি নেই। অনেক বিদেশি চলে যাবেন ভিনরাজ্যে। তখন টাকা কাকে দেওয়া হবে? আরও একটা ব্যাপারে অনেকে বিস্মিত। চেক তৈরি করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? প্রতিটি খেলায় ম্যাচ কমিশনার বা অবজারভার থাকেন। ম্যাচের সেরা বাছতে কেউ না কেউ আইএফএ-র পক্ষ থেকে থাকেন। তাঁর হাতে সেই চেক পাঠিয়ে দিলে সেই ম্যাচের শেষে সেরা ফুটবলার পুরস্কার পেতে পারেন। এই ব্যবস্থা কেন হয়নি? ঘরোয়া লিগ এখন জমজমাট। শেষ পর্যায়ে এসেও তিন-চারটে দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে ছুটছে। অথচ এমন হাজার ওয়াট আলোর মাঝে লুকিয়ে থাকছে অন্ধকার। যা সত্যি বেমানান। লজ্জারও। এমন নাটক করার কি দরকার ছিল!

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER (2nd CALL)

PNIT No. E-PT-07/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 16/09/2019
On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 09/10/2019 for 2 (Two) nos. works **(2nd CALL) I (1) DNIT. No. 16 /EE/ RD /KGT 2018-19 Dt. 28/02/2019 . (2) DNIT. No. 05/EE/RD/KGT/2018-19, Dt.03/ 01/2019.** For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may be contact at Ph. No.9612590474 (M)/ email- eenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1140/19

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA
(NATIONAL HEALTH MISSION)
NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. No.F.3(5-3648)FWPM/SHFWS/STP/2018-19 **Dt. 17/09/2019**

TENDER FOR ‘SETTING UP EFFLUENT TREATMENT PLANT (ETP) & SEWAGE TREATMENT PLANT (STP) AT STATE HOSPITAL, DISTRICT HOSPITALS & SUB-DIVISIONAL HOSPITALS”

A Tender hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society. Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed Agency for **“SEETING UP EFFLUENT TREATMENT PLANT (FTP) & SEWAGE TREATMENT PLANT (STP) AT STATE HOSPITAL, DISTRICT HOSPITALS & SUB-DIVISIONAL HOSPITALS”**
The details of tender. list of items with indicative quantity and Tender Documents *are* made available on website **(http://tripuratenders.gov.in).** The last date/time of submission of the tender documents by online upto 05/11/2019 at 5.00 PM. **All future modification/ corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the *e* procurement web portal only.**

(Aditi Majumder, TCS, SSG)
Mission Director, NHM
Government of Tripura.

কাল গীততীর্থের বার্ষিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগীত শিক্ষালয় গীততীর্থের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আগামী সোমবার তেইশে সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটায় আগরতলা সুকান্ত একাডেমির মিলনায়তনে সংগীতাঞ্জলী অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন 'জাগরণ' পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিত ভৌমিক, কল্যাণ গুপ্ত ও সৌরজিৎ পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুবিমল রায়। এই অনুষ্ঠানে সংগীত অনুরাগীদের উপস্থিত কামনা করেছেন গীততীর্থের অধ্যক্ষ প্রাণতোষ কর্মকার।

মোহনপুরে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ সেপ্টেম্বর, আগরতলা।। প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য ও প্লাস্টিকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে শনিবার মোহনপুর পুর পরিষদ ও মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচার পদযাত্রা সংঘটিত করা হয়। পদযাত্রা এলাকায় বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়ার স্বপক্ষে মোহনপুরে এক পথা নাটিকাও পরিবেশন করা হয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ১৫০ তম জন্মদিনে দেশকে প্লাস্টিক মুক্ত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যেও প্লাস্টিক বিরোধী ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। দীপাবলীর আগেই এই কর্মসূচির ১০০ শতাংশ সাফল্য প্রত্যাশা করে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে সচেতনামূলক প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসাবে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনও মোহনপুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মোহনপুরে সচেতনামূলক র‍্যালিও পথ নাটিকা পরিবেশন করা হয়। র‍্যালি শেষে মোহনপুরের এসডিএম প্রসূন দে বলেন, গোটা দেশকে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মদিনে প্লাস্টিকমুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রী সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যেও এবিষয়ে ব্যাপক হারে সচেতনামূলক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এখন থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান এসডিএম। এই সচেতনা র‍্যালির পরও কেউ প্লাস্টিক ব্যবহার করলে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী কিংবা প্লাস্টিক ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করেছেন মোহনপুরের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় পাপেট শো। ছবি- নিজস্ব।

সচিবালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা

রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণ ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে তা রাজ্যের বিনিয়োগকারীরাও যাতে সুফল পেতে পারেন সেই জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রয়োজনে বিনিয়োগকারীদের সাথে বৈঠকও করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত কর্পোরেট ট্যাক্স হাস করার ফলে দেশের শিল্পক্ষেত্র উৎসাহিত হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাগৃহে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় স্বরাষ্ট্র, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, শিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইমার্জেন্সী রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম রাজ্যে কার্যকর করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমী। তিনি বলেন, মোবাইল ডাটা টার্মিন্যাল (এম ডি টি) যাতে বেশি সংখ্যক থানার পুলিশের গাড়িগুলিতে লাগানো হয় তার উপর দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি অ্যাম্বলেন্সগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মুখ্যমী শ্রীদেব বলেন, পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরও এম ডি টি ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। রাজ্যের ৮টি জেলায় ৮টি সর্বসুবিধাযুক্ত অ্যাম্বলেন্স দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও তিনি বৈঠকে গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যের বর্তমান শিল্পের পরিকাঠামোগত দিকগুলির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটগুলিতে মোট ১১৬টি নথিভূক্ত শিল্প ইউনিট কার্যকর রয়েছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর বাইরে মোট ২১৫৭টি শিল্প ইউনিট কার্যকর রয়েছে। এই শিল্প ইউনিটগুলিতে মোট ৩৭ হাজার ৫৩২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা, সাবম এবং ধর্মনগরে শিল্প ইউনিট গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগীরা। রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ভারত সরকার ৪টি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই ৪টি প্রকল্প হল বাধারঘাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ধর্মনগরের মিশন টিলায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, আর কে নগর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এবং আগরতলার এ ডি নগর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর উন্নতিকরণ। এছাড়া সাবমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

বৈঠকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, বর্তমানে রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে ভুতর্কী মূল্যে কৃষকদের যে সার সরবরাহ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সারের ক্ষেত্রে ডি বি টি প্রকল্পের প্রক্রিয়া ২০১৮ সালের মার্চ মাসে থেকে পুরোপুরিভাবে চালু হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করে মুখ্যমী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণ এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

সেই লক্ষ্যেই কৃষি দপ্তরকে কাজ করার তিনি পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে রাজ্যে কৃষকদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কৃষি মেলা করার বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এই কৃষি মেলায় সফল কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের আমণ জানিয়ে তাদের মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করার বিষয়ে দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমী। পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য মুখ্যমী গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা সম্পতি রাজ্য মসিভায় অনুমোদিত রাজ্যে গুণগত শিক্ষা প্রসারে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সহকারে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশপত্র তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের ৪৪০০টি বিদ্যালয়ের ততীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশপত্র চালু হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, গুনগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার ফলাফল যাতে দ্রত প্রকাশ হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথাযথ সময় পান। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দুটি করে প্রশপত্রের সেট করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

বৈঠকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী বলেন, দেশের প্রধানমী নরেন্দ্র মোদী সম্পতি ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন। সেই বার্তা রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ক্রীড়া দপ্তর। মূলত শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে রাজ্যেও এই সচেতনতামূলক অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বাধারঘাট এবং পানিসাগরে যে দুটি স্পোর্টস স্কুল রয়েছে সেই বিষয়েও মুখ্যমীকে অবহিত করা হয়। ক্রীড়া দপ্তরের পর্যালোচনা করে মুখ্যমী বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগা শেখানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আগামীদিনে শারীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের কতজন ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে তার একটা প্যারামিটার তৈরি করতে হবে। এই প্যারামিটারের মাধ্যমেই শারীর শিক্ষকদের পুরস্কার কিংবা পদোন্নতি দেওয়ার বিষয়ে একটি রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। এতে রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যায় উদীয়মান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে মুখ্যমী আশাব্যক্ত করেন। এছাড়াও বৈঠকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং বলেন, দেশের প্রধানমী চলতি বছরের ২ অক্টোবর থেকে দেশবাসীর কাছে প্লাস্টিকমুক্ত দেশ গড়ার আহ্বান রেখেছেন। রাজ্য সরকারও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ত্রিপুরাকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখতে বেতার এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমী রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত প্রতিটি বাজার এলাকাকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার উদ্দেশ্যে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা দ্রত কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রধানসচিব শশীরঞ্জন কুমার, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চোরের ভূত যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না পুলিশ বাবুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ।। চোরের ভূত যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না পুলিশ বাবুদের। প্রতিদিন মন্দির, গৃহস্থের ঘর ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হাত সাফাই করছে চোরের দল। এককথায় পুলিশ প্রশাসনকে করা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চোরের দল সাফাই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তদন্তে "নাম কা ওয়াস্তেই" দায় সারছেন। বিশেষ করে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার সবকটি থানা এলাকায় উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে চুরির ঘটনা। তেমনি গতকাল উত্তর জেলার বাগবাসা আউটপোস্টের অধীন বাগবাসা এলাকায় চুরি কাণ্ড সংগঠিত করে চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে বাগবাসার ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত মাতা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে হাতসাফাই করে চোরের দল। বাগবাসা আউটপোস্ট থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরত্বে মাতা সিধ্বেশ্বরী কালী মন্দিরে প্রবেশ করে বিপুল পরিমাণ রূপার অলঙ্কার ও নগদ অর্থ নিয়ে যায় চোরের দল। মাতা সিধ্বেশ্বরী কালী মায়ের মাথার মুকুট, পায়ের নুপুর সহ প্রায় ১০ থেকে ১২ বড়ি রূপার অলঙ্কার নিয়ে যায় চোরের দল। সাথে মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার টাকাও নিয়ে যায়। সকালবেলা স্থানীয় জনগণ মায়ের মন্দিরে সামগ্রী এলোমেলো দেখে স্থানীয় বাগবাসা আউটপোস্টে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় মন্দির কমিটি ও পূজারীকে। খবর পেয়ে বাগবাসা আউটপোস্টের এএসআই সাধন সরকার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। ছুটে আসেন মন্দির কমিটি ও পূজারী। তবে স্থানীয় জনগণ ও মন্দির কমিটির বক্তব্য কিছুদিন যাবৎ উত্তরের ধর্মনগর মহকুমা এলাকায় চোরের উপদ্রব তীব্র ভেড়ে গিয়েছে। মন্দির, গৃহস্তের ঘর ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্টান কিছুই বাদ যাচ্ছে না চোরের হাত থেকে। সাধারণ জনগণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও বহির্রাজ্য থেকে ভক্তরা এসে মনস্কামনা পূরণের জন্য মানস করে যান ও দান দক্ষিণা করে যান। তবে কিছুদিন যাবত বিভিন্ন মন্দির, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্তের ঘরে চুরির ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর মন্দির কর্তৃপক্ষ মাতা সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দির থেকে স্বর্ণের অলঙ্কার অন্যত্র সরিয়ে রাখেন। কিন্তু গতকাল রাতে চোরের দল মন্দিরে প্রবেশ করে প্রায় ১০ থেকে ১২ বরি রূপার অলঙ্কার এবং ৩ থেকে ৪ হাজার নগদ অর্থ নিয়ে যায়। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণই আর অভিযোগ করে বলেন, বাগবাসা বাজারে তীর, জুয়া ও দেশি মদের খুল্লামখুল্লা রমরমা ব্যবসা চললেও বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশবাবুরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। এমনকি বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশবাবুরা ৮নং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে দিনরাত তুল্লা আদায়ে ব্যস্ত থাকেন এমনটাও স্থানীয়দের অভিযোগ। তাছাড়া বাগবাসা আউটপোস্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাড়ি ও ভিটের বাইক রয়েছে কিন্তু রাতের বেলায় টহলদারিতে বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশবাবুদের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে স্থানীয় জনমনে। স্থানীয় জনগণ আরো জানান, যদি পুলিশ প্রশাসন চোরদের হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করবে। অপরদিকে বাগবাসা মাতা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পাশের স্থানীয় বাসিন্দা তখন বসাক পিতা মৃত বিনোদ বসাকের নিজ ঘরের বারান্দা থেকে গতকাল রাতে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে যায় চোরের দল।

জানা গেছে তবন বসাকের বাগবাসা বাজারে একটি মিষ্টির দোকান রয়েছে। প্রতিদিনের মত তপনবাবু গতকাল বাগবাসা বাজারের নিজ দোকান থেকে রাত ১০টা নাগাদ বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে টিআর০২-সি-৭১৬৭ নম্বরের স্কাই কালারের সুপার স্প্লেন্ডার বাইকটি ঘরের বারান্দায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান উনার বারান্দায় বাইকটি নেই। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করার পরও বাইকটির সন্ধান না পেয়ে অবশেষে বাগবাসা আউটপোস্টে চুরির মামলা দায়ের করেন। পাশাপাশি মাতা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের মন্দির কর্তৃপক্ষ বাগবাসা আউটপোস্টে একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। এখন দেখার বিষয় বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশবাবুরা চোরদের পাকড়াও করতে কতটুকু সমর্থ হন? প্রশ্ন নানা মহলে।

অবৈধভাবে ৭৬টি গরু সাতটি গাড়ি দিয়ে বহন করে নিয়ে যাবার সময় আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ সেপ্টেম্বর ।। গত গভীর রাতে প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ অবৈধভাবে ৭৬টি গরু সাতটি গাড়ি দিয়ে বহন করে নিয়ে যাবার সময় আটক করল পুলিশ। বৈধ কোনা কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ অফিসার ইনস্পেক্টার পার্থ মুন্ডা গাড়ি সহ গরুগুলিকে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসেন। সাতটি গাড়ির মধ্যে ছয়টি হলো বলেরো লরি এবং একটি হলো বড় ট্রাক গাড়ি। ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহরের কামরাঙ্গাবাড়ি এলাকায়। পুলিশ অফিসার ইনস্পেক্টার পার্থ মুন্ডা নাইট মোবাইলে ডিউটিরত অবস্থায় দেখতে পান যে, একের পর এক গাড়ি সারিবদ্ধভাবে ধর্মনগরের কদমতলা থেকে কৈলাসহরের কামরাঙ্গাবাড়ি রোডের দিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িগুলিকে থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় সবগুলি গাড়িতে গরু রয়েছে। গাড়ির চালক বৈধ কোন কাগজ দেখাতে না পারায় পুলিশ গাড়ি সহ গরুগুলি থানায় নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, ইনস্পেক্টার পার্থ মুন্ডা কৈলাসহর থানার স্টাফ নন, উনি কৈলাসহর কোর্টে কর্মরত। পার্থ মুন্ডা কৈলাসহরের কোর্ট দারগা। গতকাল ছিল উনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নাইট মোবাইল ডিউটি। পার্থ মুন্ডা গাড়ি এবং গরুগুলি থানায় এনে থানার ডিউটিরত অফিসারের কাছে রেখে উনি চলে যান। প্রায় দু'ঘণ্টা পর থানা কর্তৃপক্ষ এগারটি গরু সহ ট্রাকটি টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। টাকা দিয়ে ট্রাক এবং গরুগুলি নিয়ে যেতে থানায় এসেছিলেন কৈলাসহরের ফুলবাড়িকান্দি গ্রামের প্রধান সুন্দর আলি সহ আরও কয়েকজন যুবক। পার্থ মুন্ডা থানায় সাতটি গাড়ি ও ৭৬টি গরু সহ থানায় সাতজন চালককেও আটক করে থানা কর্তৃপক্ষের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু দু'ঘণ্টা পর প্রায় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ থানা কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে আঠারোটি গরু সহ ট্রাক ছেড়ে দেন। গ্রেপ্তার হওয়া সাতজন চালকের মধ্যে তিনজন চালক থানা থেকে চলে যায়। এখবর সোশ্যাল মিডিয়াতে চাউর হতেই থানা চত্বরে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মীরা। কর্মীদের তরফে গরু ধরাকে কেন্দ্র করে এবং এক গাড়ি ও গরু ছেড়ে দেওয়া এবং তিনজন চালককেও ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নিয়ে লিখিত অভিযোগ করে কৈলাসহর থানায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে। এ ব্যাপারে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রাজ্য কমিটির সভাপতি উত্তম দেব বলেন, সাতটি গাড়ি সহ গরু অবৈধভাবে বহন করে নিয়ে যাবার সময় আটক করে থানায় আনার পর টাকার বিনিময়ে এভাবে একটি গাড়ি সহ কিছু গরু ছাড়তেই পারে না পুলিশ। পুলিশ এ কাজ অন্যায়ভাবে করেছে। তাই সুষ্ঠু তদন্তের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। আর পুলিশ যদি ন্যায় করে থাকতো তাহলে টাকার বিনিময়ে সবগুলি গাড়ি সহ সব গরুই ছাড়তে পারতো।

তাছাড়া পুলিশ বলছে সাতটি গাড়িতে ৭৬টি গরু ছিল, সেটাও ভুল বলছে পুলিশ বলে অভিযোগ। সাতটি গাড়িতে একশো ১০৬টি গরু ছিল। পুলিশ টাকার বিনিময়ে যে ট্রাকটি ছেড়ে দিয়েছিল সেটিতে ৩৫টি গরু ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু পুলিশ বলছে আঠারোটি গরু ছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ছয়টি গাড়ির গরুগুলিকে স্থানীয় কুয়োড়ে নিয়ে যায় এবং বিষয়টি আদালতে পাঠায়।

তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত একই প্রশ্নপত্রে যান্মাসিক পরীক্ষা শুরু ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে এই প্রথম একসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত একই প্রশ্নপত্রে যান্মাসিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারি বিদ্যালয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, এডিসি'র বিদ্যালয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসা সহ মোট ৪ হাজার ৪৯৪ টি বিদ্যালয়ে আজ থেকে একসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত একই প্রশ্নপত্রে যান্মাসিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা রয়েছে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ১৬০ জন। এরমধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮১১ জন। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা রয়েছে ১ ললক্ষ ৬৭ হাজার ৯০৬ জন। এরমধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৪৯ জন। এছাড়া নবম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে ৬৪ হাজার ৫৫৮ জন। এরমধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ৬১ হাজার ৭৮২ জন। মন্ত্রী আরও জানান, আজ তৃতীয় শ্রেণী সফলভাবে রূপায়ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা, অভিভাবক এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী।

ব্যাপক তল্লাশি সত্বেও শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অধরা রাজীব কুমার

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফের একপ্রস্থ নাটক। এবার সিআইডি দফতরে। রাজীব কুমারের খোঁজে ভবানী ভবনে শনিবার যায় সিবিআইয়ের পাঁচ কর্তা। সেখানে সিআইডি-র কর্তারা সিবিআই আধিকারিকদের ঘরে ঢুকতে বাধা দেয় বলে সূত্রের খবর।

যদিও সিআইডির আইজি পদমর্যাদার এক অফিসারকে একটি চিঠি দিয়েছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। রাজীবের বিষয়ে জানতেই সেই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, এদিন ফের রাজীব কুমারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতা কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা।

রাজীব কুমারের খোঁজে দিল্লি থেকে সম্প্রতি শহরে এসেছে বেশ কয়েকজন সিবিআই কর্তা। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে সোজা ভবানী ভবনে যান তদন্তকারীরা। প্রথমে তদন্তকারীরা রিসেপশনে জিজ্ঞেস করেন এডিজি সিআইডি কোথায়? কর্মরত রাজ্য পুলিশের কনস্টেবলের কাছে রাজীব কুমারের বিষয়ে জানতে চান তদন্তকারীরা। ওই কনস্টেবল বলেন, তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না। ফের গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, কোন ফ্লোরে সিআইডির দফতর? এরপর ভিআইপি লিফটে চেপে সিআইডির দফতরে সোজা পৌঁছে যায় ওই টিম।

এদিকে, সারদা মামলায় অভিযুক্ত রাজীব কুমারের হদিশ না পেয়ে ক্রমশই নোটিসের পর নোটিস পাঠাতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।